ব্যাকরণ দর্পণ।

সংস্কৃত ক[illegible]াথাদি বিবিধ ব্যাকরণ ও ছন্দোমঞ্জরী

প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত।

শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীনন্দকুমার রায়

[illegible] [illegible] শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক বিবিধ

[illegible] বিরচিত হইয়া।

কলিকাতা।

কাঁসারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১২৫৭

ব্যাকরণ দর্পণ।

সংস্কৃত মুগ্ধবোধাদি বিবিধ ব্যাকরণ ও ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত।

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দ লক্ষণ চক্ষুষা।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে॥"

শ্রীনন্দকুমার রায়

কর্ত্তৃক সাধুসরল শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত হইয়া।

কলিকাতা।

শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১২৫৯।

PREFACE.

THE present is an elementary treatise in verse, on the Bengallee Grammar. After the numerous able works in prose, that have already appeared on the same subject, including the very useful treatise by Pundit Issurchunder Biddasagur, the present principal of the Calcutta Sanscrit College, it would be the height of presumption and folly in me to attempt any improvement in this line of authorship. But valuable as those works have proved to be, it does not appear, they were specially intended for the juvenile reader, to whom a work in verse would be more acceptable and serviceable than one in prose. The harmony of verse gives it a surer hold on the attention, and its efficacy in assisting and improving the memory has been universally acknowledged; but no where has this truth been more practically recognized and with happier results than in India, where a decided preference has been given to verse, as a vehicle of communication, in all the departments of

the Sanscrit literature. Sincerely convinced as we are of the efficacy of verse, as a vehicle of thought, we would by no means undertake to advocate its application to the sciences, or those branches of literature, which from their abstract nature may be considered so far analogous, beyond their rudiments; for in spite of what its warmest advocates might urge in its favor, the exigencies of versification always render it incompatible with close reasoning. But the superiority of verse to all other mediums of expression is unquestionable in all works intended for the use of the beginner. In literature for a course of moral lessons or stories and anecdotes illustrating or pointing a natural or moral truth, verse would be the most appropriate language, and for all elementary treatises on Grammar and Numbers, that are usually prepared in simple prose, but which, notwithstanding, make heavy demands upon the memory of the juvenile reader, poetry as a vehicle of thought, could be made to supercede prose with the best results. Independently of the charms that poetry possesses, it lays on the memory a sort of cement, as it were, that fixes ideas, that would otherwise vanish like the visions of a confused dream. What is more useful and easier of retention than the few couplets on the

twelve months beginning with "Thirty days have September, &c.," and the value of Subunker's arithmetical rules, which are all written in verse, can only be sufficiently appreciated by the Bengallee calculator.

The primary connection of Grammar with the language and literature of a country is admitted beyond all dispute, and from its numerous rules and other conventional requisitions, especially when the language to which it belongs is copious like the Bengallee, it is about one of the most difficult subjects of study for the young student to remember. But no attempt has hitherto been made to give to the Youth of this country a treatise in verse on the Bengallee Grammar, though there could be no doubt of the most beneficial results accruing from it. No one is more painfully conscious of the short-comings of the present treatise, than its author, but he takes the liberty to express his belief that it is the first attempt hitherto made to supply a want greatly felt by the first learners of the Bengalee language. To the young adventurer struggling at the foot of the hill of literature, he has pointed out the shortest way, and offered him his slender staff to assist him in climbing up the steep ascent. Abler men may render him more substantial aid.

In the sincere hope, therefore, of its meeting with the kind approval of the public, and its being improved upon by men more capable of the task than himself, this treatise is most respectfully dedicated to the public by

THE AUTHOR.

CALCUTTA:
9th December, 1852.

ভূমিকা।

কোন প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে পদ্যছন্দ বা গদ্যছন্দ ইহার অন্যতর অবলম্বন করিতে হয় কিন্তু অস্মদ্দেশীয় নবীন ও প্রবীন সাধারণ পণ্ডিতগণ সকলি পদ্যকে নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন কারণ তাহা স্বাভাবিক সুমধুর এবং হৃদয়ঙ্গম। অস্মদ্দেশে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত কাব্যালঙ্কার জ্যোতিষস্মৃতি পুরাণেতিহাস গ্রন্থ সকল পদ্যছন্দে রচিত হইয়াছে। মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে লীলাবতী বীজগণিত ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন; মহাত্মা অমর সিংহের অভিধান পদ্যছন্দে রচিত, চিকিৎসা শাস্ত্রে নিদান সুশ্রুত প্রভৃতি ও ঐরূপ। বোপদেব কৃত ধাতুপাঠগ্রন্থ পদ্যছন্দে প্রকটিত, এপ্রযুক্ত বিদ্যার্থিরা তাহা মুখাগ্র করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অন্যান্য যে সমস্ত গদ্য আছে তাহা প্রায় কেহই মুখাগ্র করিতে পারেন না, অতএব সূক্ষ্মানুভব করিলে সকলেরি ইহা প্রতীত হইতে পারে যে পদ্যছন্দ সহজে ধারণক্ষম। আর বিশেষতঃ ইহা যে অনধিক আয়াসে অভ্যাস্ত ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। পদ্যছন্দে ব্যাকরণ এপর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই সুতরাং ইহাতে যে কত ফল

দর্শাইতে পারে তাহা প্রায় কেহই বিবেচনা করেন নাই ফলতঃ বৃক্ষ না থাকিলে তাহার ফলের তারতম্য মীমাংসা কি রূপে হইতে পারে। আমি এই প্রশংসনীয় পদ্যচ্ছন্দ গ্রহণ করিয়া ব্যাকরণ দর্পণ নামে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম অতি সুকুমারমতি শিক্ষারতি কুমার কুমারীদিগের ইহা একান্ত হৃদ্যতাজনক হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি নতি বিনতি পুরঃসর সভ্যজন সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, যে এই গ্রন্থে যে২ অসংলগ্ন বা ছন্দোভগ্ন প্রভৃতি দোষ উদ্ভাবিত হইবে, তাহা তাঁহারা স্ব২ গুণে পরিহার করেন।

বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায়।

কলিকাতা
সন ১২৫৯ শাল
২৫ অগ্রহায়ণ

ব্যাকরণ দর্পণ।

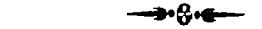

প্রথমে বর্ণ বিবেক॥

কণ্ঠ তালু আদি অঙ্গে, আঘাত করিলে রঙ্গে,
শব্দ তার বহুরূপ হয়।
সেই শব্দ দ্বিপ্রকার, গুণিগণে নাম তার,
ধ্বন্যাত্মক বর্ণাত্মক কয়॥
ধ্বন্যাত্মক ধ্বনি ময়, তাহা হয় নিঃসংশয়,
যত পশু পক্ষ্যাদির রব।
আর গীতশাস্ত্রমত, রাগাদির স্বর যত,
ধ্বন্যাত্মকে রচিত সে সব॥
সংগীতের মূল স্বর, সপ্তমাত্র সংখ্যাধর,
পশ্বাদির স্বরেতে উদ্ভব।
খর সম স্বর যার খরজাভিধান তার,
ঋষভ যেমন গাভীরব॥

অজার সদৃশ শব্দ, গান্ধারে হইবে লব্ধ,
মধ্যম সে বকের সমান।
পঞ্চম কোকিল সম, ধৈবত তুরঙ্গোপম,
নিষাদের মাতঙ্গ প্রমাণ ॥
ধ্বন্যাত্মক শব্দ হতে, বর্ণমালা রীতি মতে,
উৎপন্ন হয়েছে পরে পরে।
কোকিলের কুহুস্বরে, ক হ উ প্রকাশ করে,
এই রীতি সকল অক্ষরে ॥

বর্ণাত্মক।

লোকে যত শব্দ কয়, বর্ণ অর্থ বোধ হয়,
বুধে বর্ণাত্মক বলে তারে।
পৃথিবীতে জাতি যত, ভাষা কয় কত মত,
বর্ণাত্মক শব্দ ব্যবহারে ॥
ভারতবর্ষের মাজে, যত ভাষা সুবিরাজে,
বর্ণাত্মকে প্রকাশ ক্রমশঃ।
বৈদিক লৌকিক সার, প্রাকৃত সংস্কৃত আর,
পৈশাচাদি ভাষা অষ্টাদশ ॥

অস্মদ্দেশ প্রচলিতা, সাধু ভাষা সুললিতা,
অতএব সে সাধু ভাষায়।
রচিলাম ব্যাকরণ, যাহা সর্ব্ব প্রয়োজন,
যিনি গুরু, ভাষার শিক্ষায়॥

বর্ণমালা।

লিখন পঠন কার্য্যে শুদ্ধাশুদ্ধ যত।
ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহা সকলি কথিত॥
কোথা কোন্ বর্ণ বাক্য বিন্যাস হইবে।
ব্যাকরণ পাঠে তাহা সকলি জানিবে॥
অতএব তার শিক্ষা সদা প্রয়োজন।
প্রথমে তাহাতে হয় বর্ণ নিয়োজন॥
পদের একৈক অঙ্গে বর্ণ বলা যায়।
স্বর হল ভেদে তাহা দ্বিপ্রকার হয়॥
বর্ণমালা সংখ্যা হয় পঞ্চাশৎ মাত্র।
বিশেষ করিয়া তবে লিখিতেছি অত্র॥
স্বর বর্ণ আপনি হয়েন উচ্চারিত।
হল, স্বর ব্যতীত না হয় কদাচিত॥

স্বর বর্ণ সংখ্যাতে ষোড়শ মাত্র হয়।
অ অবধি বিসর্গ পর্য্যন্ত সুনিশ্চয় ॥
হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ভেদে ত্রিবিধ প্রকার।
প্লুত স্বর বেদ শাস্ত্রে হয় ব্যবহার ॥
দুরাহ্বানে গানে আর রোদনে যে স্বর।
দীর্ঘ উচ্চারণ হেতু প্লুত নাম ধর ॥
অ ই উ ঋ ঌ বর্ণেরা হ্রস্ব স্বর হয়।
ইহা ভিন্ন যত বর্ণ দীর্ঘ নাম লয় ॥
তার মধ্যে অনুস্বার বিসর্গ, উভয়।
স্বর শূন্যে ইহা কভু উচ্চারিত নয় ॥
ঋ ৠ ঌ ৡ স্বর বিনা যত স্বর আর।
হল বর্ণে যুক্ত হল্যে বানান্ নাম তার ॥

স্বর কিম্বা অচ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

তন্মধ্যে দীর্ঘ স্বর।

আ ঈ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ এই নয় স্বর দীর্ঘ।

ও হ্রস্ব স্বর।

অ ই উ ঋ ঌ এই পঞ্চ স্বর হ্রস্ব।

অনুস্বার একবিন্দু যথা——ং।

বিসর্গ দ্বিবিন্দু যথা————ঃ।

বানান।

হল।	স্বর।	যোগে নিষ্পন্ন।
ক্	অ	ক
ক্	আ	কা
ক্	ই	কি
ক্	ঈ	কী
ক্	উ	কু
ক্	ঊ	কূ
ক্	এ	কে
ক্	ঐ	কৈ
ক্	ও	কো
ক্	ঔ	কৌ

এই প্রকার ক্ষ পর্য্যন্ত সকল বর্ণেতে বানান্ হয়।

সাঙ্কেতিক যোগ।

কু	কু
গু	গু
তু	তু
মু	মু
রু	রু
রূ	রূ
শু	শু
হু	হু

হল, হস বা ব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জন চৌত্রিশ সংখ্যা কহে বুধ গণ।
পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হয়েছে সে ব্যঞ্জন॥
প্রত্যেক ভাগেরে বর্গ বলিয়া বর্ণন।
পঞ্চ পঞ্চ বর্ণে প্রতি বর্গের গণন॥
ক অবধি ঙ পর্য্যন্ত কবর্গ কহিবে।
চ অবধি ঞ পর্য্যন্ত চ বর্গ হইবে॥

টবর্গ তবর্গ আর প বর্গ ঐ মত।
অন্তস্থ নামেতে খ্যাত শেষ বর্ণ যত ॥
ককারে সংযোগ হলে মূর্দ্ধন্য ষকার।
ক্ষকার সম্পন্ন হয় কহিলাম সার ॥
য ব র ল ন ম ঋ ৠ ঌ ঌ এই কয়।
থাকিলে হলের অন্তে ফলা তারে কয় ॥

হল বর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ।
ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ
স হ ক্ষ। এই চতুস্ত্রিংশৎ হল।

বর্গ।

কবর্গ। ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চ বর্ণ।
চবর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চ বর্ণ।
টবর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চ বর্ণ।
তবর্গ। ত থ দ ধ ন এই পঞ্চ বর্ণ।
পবর্গ। প ফ ব ভ ম এই পঞ্চ বর্ণ।

অন্ত্যস্থ বর্ণ।

য ব র ল। ক্ষ, ক ষ যোগে নিষ্পন্ন।

স্বরযোগশূন্য ব্যঞ্জন যাহাকে হলন্ত কহা যায়।

যথা

ত	ৎ	কিঞ্চিৎ
দ	দ্	সংপদ্
ন	ন্	ধনবান্

ফলা।

হল।	অন্য বর্ণ।	যোগে নিষ্পন্ন।
ক	য	ক্য
ক	র	ক্র
ক	ল	ক্ল
ক	ব	ক্ব
ক	ন	ক্ন
ক	ম	ক্ম
ক	ঋ	কৃ
ক	ঌ	কৢ
র	ক	র্ক।

অনুনাসিক প্রয়োগ।

ঙ	ক	ঙ্ক
ঙ	খ	ঙ্খ
ঙ	গ	ঙ্গ
ঙ	ঘ	ঙ্ঘ
ঙ	ঙ	ঙ্ঙ
ঞ	চ	ঞ্চ
ঞ	ছ	ঞ্ছ
ঞ	জ	ঞ্জ
ঞ	ঝ	ঞ্ঝ
ঞ	ঞ	ঞ্ঞ
ণ	ট	ণ্ট
ণ	ঠ	ণ্ঠ
ণ	ড	ণ্ড
ণ	ঢ	ণ্ঢ
ণ	ণ	ণ্ণ

ন	ত	ন্ত
ন	থ	ন্থ
ন	দ	ন্দ
ন	ধ	ন্ধ
ন	ন	ন্ন
ম	প	ম্প
ম	ফ	ম্ফ
ম	ব	ম্ব
ম	ভ	ম্ভ
ম	ম	ম্ম

চন্দ্রবিন্দু বাঁশ

উচ্চারণ স্থান নিরূপণ।

ঙ ঞ ণ ন ম নাসা হতে উচ্চারিত
অনুনাসিক নামে তাই ইহারা কথিত ॥
অ আ হ ক খ গ ঘ ঙ কণ্ঠ্য অভিধান।
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ ষ তালব্যাখ্যান ॥

ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ মূর্দ্ধন্য সবে।
৯ ৯ ত থ দ ধ ন ল স দন্ত্য কহিবে ॥
উ ঊ প ফ ব ভ ম ওষ্ঠে উচ্চারণ।
কণ্ঠ আর তালুদেশে এ ঐ গণন ॥
ও ঔ এই স্বরদ্বয় কণ্ঠ্য ওষ্ঠ্য কয়।
উচ্চারণ স্থান এই ব্যাকরণে হয় ॥

ইতি বর্ণ বিবেক প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ সন্ধি।

শব্দ দ্বয় হবে, পরে পরে রবে,
প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরে।
শেষ ঘর প্রথমে, এ দুই নিয়মে,
মিলিলে কহিবে সন্ধি তাহারে ॥

প্রথম স্বর সন্ধি।

স্বর বর্ণে স্বর বর্ণ যুক্ত যদি হয়।
স্বর সন্ধি নাম তার এই সুনিশ্চয় ॥

প্রথমে সবর্ণ সংজ্ঞা আছে ব্যবহার।
অ আ আদি তিন তিন নিয়ম তাহার॥

উদাহরণ।

অ অ আ। সবর্ণ
ই ই ঈ। সবর্ণ
উ উ ঊ। সবর্ণ
ঋ ঋ ৠ। সবর্ণ
ঌ ঌ ৡ। সবর্ণ
ঋ ঌ ৡ। সবর্ণ

প্রথম সূত্র।

সবর্ণে সবর্ণে মিলিলে কথা।
দীর্ঘ হয় সদা এই সে প্রথা॥

---

১ বৃত্তি।

অ আ। আ অ। পরে দীর্ঘে। আ হয়।
ই ঈ। ঈ ই। ঈ।
উ ঊ। ঊ উ। ঊ।
ঋ ৠ। ৠ ঋ। ৠ।

প্রথম উদাহরণ।

আদি বর্ণ।	পর বর্ণ।	দীর্ঘে নিষ্পন্ন।
শশ	অঙ্ক	শশাঙ্ক
মতঙ্গ	আনন	মতঙ্গানন
দিবা	অবসান	দিবাবসান
ক্ষমতা	আপন্ন	ক্ষমতাপন্ন
অভিঁ	ইষ্ট	অভীষ্ট
হরি	ঈশ	হরীশ
সুধী	ইচ্ছা	সুধীচ্ছা
গৌরী	ঈশ	গৌরীশ
ইন্দু	উদয়	ইন্দূদয়
তনু	ঊর্দ্ধ	তনূর্দ্ধ্ব
বধূ	উক্তি	বধূক্তি
বিধু	ঊঢ়	বিধূঢ়
শাস্তৃ	ঋণ	শাস্তৃণ

দ্বিতীয় সূত্র।

যদি—অবর্ণান্ত শব্দ পরে ইবর্ণাদি হয়।
গুণ আর বৃদ্ধি হয় এই সে নিশ্চয়॥
অ আ, এই স্বর দ্বয়, ই ঈর মিলনে।
গুণেতে 'একার' হবে কহে বুধ গণে॥
উ গুণে ও, ঋ গুণেতে 'অর' লাভ হয়।
এ ঐ বৃদ্ধি করি হয় 'ঐকার' নিশ্চয়॥
ও ঔ বৃদ্ধিতে ঔ হয় নিয়ম নিতান্ত।
দেবেন্দ্র নরেন্দ্র আদি দেখহ দৃষ্টান্ত॥

---

২ বৃত্তি।

পূর্ব্ব বর্ণ।	পর বর্ণ।	গুণে নিষ্পন্ন।
অ আ।	ই ঈ।	এ।
অ আ।	উ ঊ।	ও।
অ আ।	ঋ ৠ।	অর।
		বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন।
অ আ।	এ ঐ।	ঐ।
অ আ।	ও ঔ।	ঔ।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

পূর্ব্ব বর্ণ।	পর বর্ণ।	গুণে নিষ্পন্ন।
দেব	ইন্দ্র	দেবেন্দ্র
ভার্য্যা	ইচ্ছা	ভার্য্যেচ্ছা
পরম	ঈশ্বর	পরমেশ্বর
মায়া	ঈশ্বরী	মায়েশ্বরী
চন্দ্র	উদয়	চন্দ্রোদয়
মহা	উৎসব	মহোৎসব
গৃহ	ঊর্দ্ধ্ব	গৃহোর্দ্ধ্ব
কান্তা	ঊঢ়া	কান্তোঢা
রাজ	ঋদ্ধি	রাজর্দ্ধি
মহা	ঋষি	মহর্ষি
		বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন।
রাম	এহি	রামৈহি
উমা	এতৎ	উমৈতৎ
ভব	ঐহিক	ভবৈহিক
মহা	ঐশ্বর্য্য	মহৈশ্বর্য্য

জল	ওকস	জলৌকস
বালা	ওষধি	বালৌষধি
সদা	ঔদাস্য	সদৌদাস্য
মানস	ঔৎসুক	মানসৌৎসুক

তৃতীয় সূত্র।

অবর্ণের পর যদি ঋত শব্দ রয়।
তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস যদি হয়॥
ঋত শব্দ বৃদ্ধি হয়ে হইবেক 'আর'।
ক্ষুধার্ত্ত শীতার্ত্ত আদি দৃষ্টান্ত তাহার॥

---

৩ বৃত্তি।

অ আ। ঋ। বৃদ্ধিতে। আর হয়।

তৃতীয় উদাহরণ।

ভয়	ঋত	ভয়ার্ত্ত
ক্ষুধা	ঋত	ক্ষুধার্ত্ত

চতুর্থ সূত্র।

ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ আদ্য পদে রয়।
পর পদে সম স্বর যদ্যপি না হয়॥
উক্ত ই ঈ আদি পরিবর্ত্তন হইয়া।
য ব র ল হবে ক্রমে সন্ধিতে মিলিয়া॥

---

৪ বৃত্তি।

ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ঌ ৡ, স্থানে ক্রমে য ব র ল হয়।

চতুর্থ উদাহরণ।

প্রতি	অঙ্গ	প্রত্যঙ্গ
ইতি	আদি	ইত্যাদি
পত্নী	আত্মা	পত্ন্যাত্মা
দেষী	উন্নতি	দেষ্যুন্নতি
বধূ	ইষ্ট	বধ্বিষ্ট
পশু	অবয়ব	পশ্ববয়ব
শিশু	আনন	শিশ্বানন
বিষ্ণু	ওক	বিষ্ণ্বোক
ভ্রাতৃ	আত্মা	ভ্রাত্রাত্মা

মাতৃ	ঈশ	মাত্রীশ
পিতৃ	ঐশ্বর্য্য	পিত্রৈশ্বর্য্য
ভ্রাতৃ	ঔদার্য্য	ভ্রাত্রৌদার্য্য
৯	অনুবন্ধ	লনুবন্ধ
৯	আকৃতি	লাকৃতি

পঞ্চম সূত্র।

এ ও ঐ ঔ থাকে যদি কোন শব্দ পর।
পর শব্দ আদি স্থলে থাকে যদি স্বর ॥
এ ও ঐ ঔ বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া।
অয় অব্ আয় আব্ হয় সে মিলিয়া ॥

---

৫ বৃত্তি।

এ ঐ ও ঔ স্থানে ক্রমে অয় অব্ আয় আব্ হয়।

পঞ্চম উদাহরণ।

নে	অন	নয়ন
শ্রো	অন	শ্রবণ
নৈ	অক	নায়ক

শৌ	অক	শাবক
নৌ	ইক	নাবিক

ষষ্ঠ সূত্র।

আদি শব্দে এ ও অক্ষর রয়।
পর পদে যদি অকার হয়॥
শুদ্ধ লোপ হবে সেই অকার।
হরেব বিষ্ণোব দৃষ্টান্ত তার॥

উদাহরণ।

হরে	অব	হরেব
বিষ্ণো	অব	বিষ্ণোব

অথ হল সন্ধি।

হল বর্ণে হল বর্ণ, যুক্ত যদি হয়।
হল সন্ধি কয় তারে এইতো নিশ্চয়॥

প্রথম সূত্র।

দন্ত্য সকারের স্থানে, তালব্য শ পরে।
তালব্য শকার হবে, সন্ধি ক'রি তারে ॥
তবর্গের স্থানে, চবর্গের নিয়োজনে।
হইবে চবর্গ, এই উভয় মিলনে ॥
দন্ত্য সকারের স্থানে, মূর্দ্ধন্য ষ যোগে।
মূর্দ্ধন্য ষকার হবে, সন্ধির প্রয়োগে ॥
তবর্গের স্থানে, হলে টবর্গ যোজন।
টবর্গ হইবে তাহা, এই বিবরণ ॥

---

১ বৃত্তি।

স স্থানে।	শ যোগে।	শ হয়।
ত	চ	চ
দ	জ	জ্ঁ
ন	ঞ	ঞ

প্রথম উদাহরণ।

মনস্	শান্ত	মনশ্শান্তং
সৎ	চিন্তা	সচ্চিন্তা

মৎ	ছায়া	মচ্ছায়া
জগৎ	জীবন	জগজ্জীবন
কুৎসিৎ	ঝঙ্কার	কুৎসিজ্‌ঝঙ্কার
শরদ্‌	জ্যোৎস্না	শরজ্জ্যোৎস্না
বিদ্বান্‌	জন	বিদ্বাজ্জন

দ্বিতীয় সূত্র।

তবর্গের স্থানে হলে লকার সংযোগ।
সন্ধিতে অবশ্য হবে লকার প্রয়োগ॥

---

২ বৃত্তি।

ত ন স্থানে। ল পরে। ল হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

বৃহৎ	লক্ষণ	বৃহল্লক্ষণ
বিদ্বান্‌	লোক	বিদ্বাল্লোক

তৃতীয় সূত্র।

দুই শব্দ পর পর কোন স্থানে রয়।
যদি আদ্য পদান্তে, বর্গাদ্যবর্ণ হয় ॥
পর পদের আদ্যে থাকে, স্বর বর্ণ কোন।
কিম্বা বর্গ তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ পুনঃ ॥
অথবা অন্ত্যস্থ বর্ণ, হয় যদি দৃষ্ট।
যোগে হবে বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্পষ্ট ॥
কিম্বানুনাসিক বর্ণ হইলে সংযোগ।
বর্ণানুনাসিক শুদ্ধ করিবে প্রয়োগ ॥

৩বৃত্তি।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।
গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ব ভ ম
র ল ব এবং ঙ ঞ ণ ন ম এই সকল বর্ণ পরে।
ক চ ট ত প স্থানে।
গ জ ড দ ব আদেশ হয়।
ঙ ঞ ণ ন ম এবং হয়।

চতুর্থ উদাহরণ।

বাক্	অর্থ	বাগর্থ
পৃথক্	আত্মা	পৃথগাত্মা
প্রাক্	ইতি	প্রাগিতি
সম্যক্	ঈশ্বর	সম্যগীশ্বর
পৃথক্	উৎসব	পৃথগুৎসব
বাক্	ঊহ	বাগূহ
প্রাক্	এব	প্রাগেব
বাক্	ঐক্য	বাগৈক্য
পৃথক্	গতি	পৃথগ্‌গতি
বাক্	ঘোষণা	বাগ্‌ঘোষণা
ত্বক্	জীবন	ত্বগ্‌জীবন
পৃথক্	ঝিল্লী	পৃথগ্‌ঝিল্লী
বাক্	দান	বাগ্‌দান
সম্যক্	ধন	সম্যগ্‌ধন
সম্যক্	বিধি	সম্যগ্‌বিধি
বাক্	ভীতি	বাগ্‌ভীতি
বাক্	যশঃ	বাগ্‌যশঃ

তৎ	অনুকূল	তদনুকূল
মৎ	ইষ্ট	মদিষ্ট
মৎ	ঈশ্বর	মদীশ্বর
সৎ	উক্তি	সদুক্তি
মৎ	ঋণ	মদৃণ
মহৎ	এক	মহদেক
সৎ	ঐক্য	সদৈক্য
ভবৎ	উৎসুক	ভবদুৎসুক
মৎ	গ্রাম	মদ্‌গ্রাম
মহৎ	নীতি	মহন্নীতি
এতৎ	মানস	এতন্‌মানস

চতুর্থ সূত্র।

আদি শব্দে যদি হয় বর্গাদ্য অক্ষর।
তালব্য শকার যদি থাকে তার পর ॥
সন্ধিতে ছকার হয় সার জান সবে।
হ থাকিলে বর্গের চতুর্থ বর্ণ লবে ॥

৪ বৃত্তি।

কর উত্তর।	শ স্থানে ছ।	এবং হ স্থানে ঘ।
ট	।	ঢ।
ত	।	ধ।
প	।	ভ।

চতুর্থ উদাহরণ।

বাক্	শূর	বাকচূর
তূট্	শ্রান্ত	তূটচ্ছ্রান্ত
তত্	শক্র	তচ্ছক্র
অপ্	শৈবাল	অপচ্ছৈবাল
দিক্	হস্তি	দিগ্‌ঘস্তি
দ্বিট্	হীন	দ্বিড্‌ঢীন
মত্	হাস্য	মদ্ধাস্য
অপ্	হরণ	অব্‌ভরণ

পঞ্চম সূত্র।

স্বর বর্ণের উত্তর ছকার যদি রয়।
ছকারের দ্বিত্ব হবে নাহিক সংশয় ॥

পঞ্চম উদাহরণ।

স্নিগ্ধ	ছায়া	স্নিগ্ধচ্ছায়া
বিষ্ণু	ছবি	বিষ্ণুচ্ছবি

অথ অনুস্বার সন্ধি।

প্রথম সূত্র।

অনুস্বার আগে রয়, তাহার পশ্চাতে হয়,
যদি কোন বর্গের অক্ষর।
যে বর্গের বর্ণ পাবে, অনুস্বার স্থানে হবে,
সে বর্গের অন্তিম অক্ষর ॥

---

১ বৃত্তি।

ং স্থানে। ক খ গ ঘ ঙ পরে। ঙ হয়।
চ ছ জ ঝ ঞ। ঞ।

ট ঠ ড ঢ ণ।	ণ।
ত থ দ ধ ন।	ন।
প ফ ব ভ ম।	ম।

প্রথম উদাহরণ।

অং	কিত	অঙ্কিত
সং	খ্যা	সঙ্খ্যা
সং	গীত	সঙ্গীত
সং	ঘটন	সঙ্ঘটন
সং	চয়	সঞ্চয়
সং	জাত	সঞ্জাত

অথ বিসর্গ সন্ধি।

প্রথম সূত্র।

বিসর্গান্ত শব্দ পর, শব্দ যদি রয়।
তদাদ্যে থাকয়ে বর্গ আদ্য বর্ণদ্বয়॥

বিসর্গ স্থানেতে দন্ত্য সকার হইবে।
ক খ প ফ হলে কিন্তু, বিকল্পে লভিবে॥
ই বর্ণাদি বর্ণান্তে বিসর্গ যদি রয়।
ক খ প ফ পরে তথা মূর্দ্ধন্য ষ হয়॥

---

১ বৃত্তি।

ঃ স্থানে।	ক খ ত থ প ফ পরে।	স হয়।
	চ ছ।	শ হয়।
	ট ঠ।	ষ হয়।

প্রথম উদাহরণ।

বপুঃ	কান্তি	বপুষ্কান্তি, [বপুঃকান্তি
নিঃ	খল	নিষ্খল, [নিঃখল
পুরঃ	চরণ	পুরশ্চরণ
বপুঃ	ছেদ	বপুশ্ছেদ

---

* কিন্তু সেই দন্ত্য সকারের সহিত চ ছ যোগ হইলে সূত্রান্তরে তালব্য শ এবং ট ঠ যোগে মূর্দ্ধন্য ষ হয়।

ধনুঃ	টঙ্কার	ধনুষ্টঙ্কার
শিরঃ	ঠক্কুর	শিরষ্ঠক্কুর
রক্ষঃ	ত্রাতা	রক্ষস্ত্রাতা
বাচঃ	পতি	বাচস্পতি
অধঃ	ফণা	অধস্ফণা

দ্বিতীয় সূত্র।

অকারান্ত শব্দান্তে বিসর্গ যদি রয়।
পর পদ আদ্যে যদি অকার থাকয়॥
কিম্বা বর্গ তৃতীয় চতুর্থ পাওয়া যায়।
অথবা অন্তাস্থ বর্ণ থাকয়ে তথায়॥
নকার মকার আর হকার সুস্পষ্ট।
থাকিলে বিসর্গ স্থানে ওকার নির্দ্দিষ্ট॥
অকারাদি স্বর পরে বিসর্গের নাশ।
ইহার প্রমাণ যথা, দেখ 'মনআশ'॥

---

২ বৃত্তি।

স্থানে। অ া ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব ভ ম
য র ল ব হ পরে। ও হয়। এবং

আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ পরে।

ঃ লুপ্ত হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

শিরঃ	অংশ	শিরোংশ
পুরঃ	গতি	পুরোগতি
শিরঃ	ঘাত	শিরোঘাত
রক্ষঃ	জাতি	রক্ষোজাতি
রক্ষঃ	ঝঞ্ঝা	রক্ষোঝঞ্ঝা
পুরঃ	ডিম্ব	পুরোডিম্ব
মনঃ	দান	মনোদান
পয়ঃ	ধর	পয়োধর
মনঃ	নীত	মনোনীত
সরঃ	বাত	সরোবাত
মনঃ	ভীতি	মনোভীতি
মনঃ	ম্লান	মনোম্লান
বয়ঃ	যন্ত্রণা	বয়োযন্ত্রণা
মনঃ	রম	মনোরম
পুরঃ	লক্ষ্মী	পুরোলক্ষ্মী

বয়ঃ	হীন	বয়োহীন
বক্ষঃ	আসন্ন	বক্ষআসন্ন
বচঃ	ইতর	বচইতর
পুরঃ	ঈশ্বর	পুরঈশ্বর
মনঃ	উৎসব	মনউৎসব
শিরঃ	ঊর্দ্ধ্ব	শিরঊর্দ্ধ্ব
বয়ঃ	ঋণ	বয়ঋণ
অতঃ	এব	অতএব
মনঃ	ঐক্য	মনঐক্য
মনঃ	ঔদার্য্য	মনঔদার্য্য

তৃতীয় সূত্র।

ই বর্ণাদি স্বর পর বিসর্গ থাকয়।

কিন্তু সৈ বিসর্গ যদি রেফজাত হয়॥

---

* অবর্ণাদির পব রজাত বিসর্গ স্থানে বর্গাদ্যাক্ষরদ্বয় পরে বিকল্পেণ্র এবং সংহয কিন্তু অহন্ সম্বন্ধীয বিসর্গের প্রায় নিযেধ। যথা

অন্তঃ	পক্ষ	অন্তর্পক্ষ, অন্তস্পক্ষ
গীঃ	পতি	গীর্পতি, গীস্পতি
অহঃ	রাত্র	অহোরাত্র

পর পদ আদ্যে যদি স্বর বর্ণ কোন।
বর্গ তৃতীয় চতুর্থ বা অন্ত্যস্থ পুনঃ॥
নকার মকার কিম্বা হকার থাকয়।
হইবে বিসর্গ স্থানে রকার নিশ্চয়॥

---

৩ বৃত্তি।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ এবং
গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ
এই সকল বর্ণ পরে, 'র' হয়

তৃতীয় উদাহরণ।

নিঃ	অবয়ব	নিরবয়ব
নিঃ	আসন	নিরাসন
নিঃ	ইচ্ছুক	নিরিচ্ছুক
নিঃ	ঈক্ষণ	নিরীক্ষণ

---

* রকার পরে বিসর্গ স্থানীয় রকারের লোপ হয় এবং তাহাতে ঐ রকারের পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘতা হয়। যথা

নিঃ	রব	নীরব

নিঃ	উৎসাহ	নিরুৎসাহ
নিঃ	ঐক্য	নিরৈক্য
নিঃ	ওষ্ঠ	নিরোষ্ঠ
নিঃ	ঔষধ	নিরৌষধ
দুঃ	গতি	দুর্গতি
নিঃ	ঘাত	নির্ঘাত
নিঃ	জন	নির্জন
নিঃ	ঝর	নির্ঝর
নিঃ	দয়	নির্দয়
নিঃ	ধন	নির্ধন
নিঃ	নয়	নির্নয়
নিঃ	বেদ	নির্বেদ
নিঃ	ভর	নির্ভর
নিঃ	মল	নির্মল
দুঃ	যোগ	দুর্যোগ
নিঃ	বংশ	নির্বংশ
নিঃ	লজ্জা	নির্লজ্জা
নিঃ	হ্রাস	নির্হ্রাস

ইতি সন্ধি প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ ণত্ব প্রকরণ।

মূর্দ্ধন্য ষকারোত্তর, অথবা ঋ ৠ র পর,
যদ্যপি নকার দন্ত্য রয়।
সে দন্ত্য ন স্থানে তবে, মূর্দ্ধন্য ণকার হবে,
ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥
কবর্গ বা যত স্বর, অথবা পবর্গাক্ষর,
অথবা হ য ব ব্যবধানে।
মূর্দ্ধন্য ণকার হয়, সকল পণ্ডিতে কয়,
সেই দন্ত্য নকারের স্থানে ॥
দন্ত্য নকারের সনে, টবর্গীয় বর্ণগণে,
যুক্ত হলে মূর্দ্ধন্য প্রকাশ।
যদি গকারের পর, ব্যবধান থাকে স্বর,
তাহে ণত্ব হইবে নির্য্যাস ॥
কারণ অভাবে আর, যত ণত্ব ব্যবহার,
স্বাভাবিক ণত্ব তারে কয়।
ইহা বিনা আর যত, দন্ত্য রূপে ব্যবহৃত,
ক্রিয়া পদে সদা দন্ত্য হয় ॥

লাক্ষণিক ণত্ব।

তৃণ ঋণ সমীরণ, হরণ মরণ রণ,
বিরহিণী রমণী গ্রহণ।
ঘণ্টা কণ্ঠা গুণ বর্ণ, দর্পণ অর্পণ স্বর্ণ,
ইত্যাদি আছয়ে নিরূপণ॥

স্বাভাবিক ণত্ব।

অঙ্গণ আপণ অণু, উল্বণ কুণপ বেণু,
এণ কণা কিণ কুণ কোণ।
কল্যাণ কঙ্কণ কাণ, কফোণি চিক্কণ শাণ,
তূণ পুণ্য পেণ ফণা শোণ॥
নিপুণ পণব ফণী, বাণ বাণী বীণা বেণী,
বেণু মণি ভণিতা মৎকুণ।
মণি লাবণ্য লবণ, শোণিত শোণা শণ,
পুণ্যবান বাণী ফণী ভূণ॥

অথ সকার ভেদঃ।

সকার সংযোগ হলে চ ছ বর্ণ স্থানে।
তালব্য শকার হয় কহে বুধগণে॥
টবর্গ যোগেতে হয়, মূর্দ্ধন্য নিতান্ত।
ক খ ত থ, প ফ ন ম, যোগে হয় দন্ত্য॥
ই বর্ণ উ বর্ণ পর, মূর্দ্ধন্য ষ হয়।
ক খ প ফ, ম সহ, সংযোগে যদি রয়॥
যতেক পদাদ্যে দেখ সং স্থ ব্যবহার।
নিশ্চয় স দন্ত্য হয়, নিয়ম তাঁহার॥
যত স্বাভাবিক শব্দ, এ তিন সকারে।
লক্ষণে না মিলে শুদ্ধ সিদ্ধ ব্যবহারে॥

লাক্ষণিক সকার ভেদঃ।

নিশ্চয় পশ্চাৎ শিরশ্ছেদ, ভ্রষ্ট ভ্রষ্টা।
বয়স্ক স্খলিত বস্ত্র স্নান নিষ্টা॥
বাষ্প স্ফীত ভস্ম ভীষ্ম নিষ্ফল দুষ্কর।
নিষ্খল নিষ্পাপ পুষ্প দুষ্ফল নিষ্কর॥

অভিষেক প্রতিষেক বিষাণ বিষেধ্য ।
সংযোগ সংলগ্ন সংজ্ঞা সুনীতি বিষোধ্য ॥

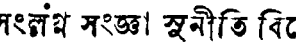

স্বাভাবিক তালব্য শকার ।

শিব শুভ শম্ভু শুম্ভ শঙ্কর শবর ।
শিলা শিলী শুল্ক শক্তি শলাক শম্বর ॥
শশাঙ্ক শীতাংশু শশী শর শূর শীর ।
শিশির শর্করা শীধু শেখর শরীর ॥
শোচিঃ শুচি শুদ্ধ শিষ্ট শোভা শোভাঞ্জন ।
শরৎ শ্যামাক শব শ্রবণ শ্রাবণ ॥
শান্ত শাত শর্ম্ম শত শিত শ্বেত শ্মশ্রু ।
শ্লথ শোধ শপথ শ্বয়থু শ্লক্ষ শক্র ॥
শলাটু শোটীর শটী শুণ্ঠী শঠ শীল ।
শাখা শিখা শিখী শঙ্খ শিখণ্ড শিথিল ॥
শোফ শেফ শেফালিকা শকর শালুক ।
শ্রেণী শ্রোণী শক শক্য শকট শম্বূক ॥
শলভ শরভ শ্বভ্র শালি শুভ্র শূন্য ।
শ্লাঘ্য শীঘ্র শিপ্র শিশু শ্বশুর শরণ্য ॥

শাদ্বল শার্দূল শৈল শকল শৈবাল ।
শয়ন শাণ্ডিল্য শূন্য শূকর শৃগাল ॥
শক্র শঙ্কা শিল্পী শিক্ষা শারঙ্গ শশ্বৎ ।
শূদ্র শাদ শিক্ শিতি শ্লীপদ শরৎ ॥
শনৈঃ শীর্ণ শোণ শয্যা শিঞ্জা শিফা শান ।
শম্ব শিম্ব শিম্বী শিত্র শকুন্তি শ্মশান ।
শাল্মলি শিংশপা শাল শ্যামল শীকর ॥
শম শমী শক্র শুক্র শকুনি শীকর ।
শব শশ শ্যাম শূর্প শ্যালুক শম্বল ।
শাশ্বত শিলীন্ধ্র শৌণ্ড শবল শর্ব্বল ॥
শুষ্ক শেরু শস্ত্র শাস্ত্র শংসন শাসন ।
শরারি শারিকা শিশ্ন শালূর শাতন ॥
শান্ত শ্রম শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা শ্রুতি শূক ।
শেল শুক্তি শ্রেণি শৃঙ্গ শ্লোক শূল শুক ॥
শোক শান্তি শনি শ্রুত শরণ্য শৃঙ্গার ।
শব্দ আদ্যে ভাষাপদে তালব্য শকার ॥

কেশব কাশ্যপ প্রশ্ন ঈশ্বর আশ্রয় ।
অশোক কৌশিক অশ্ব দর্শন আশয় ॥

কুশল কশ্মল বিশ্ব আশ্বাস অতিশয়।
উশীর কাশ্মীর অশ্ম বিশ্বাস সংশয়॥
নিশিত পিশিত অশ্রু রশনা অংশন।
দশন বিশাখ রশ্মি বিংশতি দংশন॥
লশুন আশ্বিন বেশ্ম কিংশারু উশন।
আনুশয় পশুপতি অশ্বত্থ অশন॥
পিশাচ পিশাঙ্গ লাশ্য অবশ্য অশেষ।
অশনি কিশোর শিষ্ট বিশিষ্ট বিশেষ॥

কেশ বেশ ক্লেশ লেশ বিনাশ হুতাশ।
সন্দেশ ভ্রূকুংশ কাশী দংশ বংশ পাশ॥
কর্কশ আক্রোশ ক্রোশ প্রবেশ আকাশ।
নিশা কৃশা দশ যশঃ নিবেশ প্রকাশ॥
সদৃশ অঙ্কুশ কুশ পলাশ সকাশ।
আশা রাশি ঈশ দিশ স্পর্শ আশু কাশ॥
অনিশ বড়িশ দেশ গণেশ বিকাশ।
অংশ প্রাংশু অবকাশ বশ শশ নাশ॥

স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ষকার।

ষষ্ঠী ষণ্ড ষষ্টি ষষ্ঠ আষাঢ় উষর।
প্রত্যূষ মূষিক ভাষা সর্ষপ তুষার ॥
ষোড়শ ঔষধ দ্বেষ বিষাদ ভূষণ।
মহিষ ঘোষণা বিষ তুষ বিশেষণ ॥
ষড়ানন বিভীষণ বর্ষা বেষ প্রেষ্য।
পুরুষ পরুষ শেষ শ্লেষা শ্লেষ ভাষ্য ॥
দূষণ ভূষণ কষ পীযূষ প্রদোষ।
ঈর্ষা শীর্ষ কর্ষ হর্ষ শিষ্য মেষ দোষ ॥

স্বাভাবিক দন্ত্য সকার।

সমূহ সকল সিদ্ধি সমস্যা সুন্দর।
সর্ব্ব সেব্য সব্য সভ্য সদ্য সোম সর ॥
সিত স্মিত সিতা স্রোতঃ সমুদ্র সঙ্গম।
সমিধ্ সরিৎ সারস্বত সাম সীম সম ॥
সীমন্ত সরন্ত স্বান্ত স্বস্তি সক্থি স্বর।
সুধা সিক্ত সক্ত সক্তু স্বৈর স্মের স্মর ॥

সদা স্বেদ সুদ সদঃ সপদি স্যন্দন।
সানূর সিন্দূর সুর সান্দ্র স্ব সদন ॥
সগর সমর স্থণি সৌরি সুরি সার।
সমীর সহস্র স্বামী সাধক সাগর ॥
সিন্ধুবার সিন্ধু সন্ধ্যা সূর্য্য সূক্ষ্মসাশ।
সময় সচিব সার্থ সলিল সমাস ॥
সৃজৎ সরট সূনু সানু সমঞ্জস্।
সায়ক সিহ্লক স্রক সীসক সরস ॥
সাধু সাল সম্বলী সমক্ষ সস্য সাম্য।
স্বর্গ সমুদ্ধস সুরা স্বয়ং সাক্ষী সৌম্য ॥
স্বরূপ সেবক সুখ সাক্ষাৎ সনস।
সত্য সিংহ সংঘসপ্তি সপ্তম সাধস ॥
সুত সমস্ত সরণি সন্দহ সকৃৎ।
সন্ধি সতী স্মৃতি স্বাপ সহায় সচ্চিৎ ॥

বিকসিত ব্যবসিত সন্তত প্রসর।
পরিসর প্রতিসর পসার বিসর ॥
আকস্মিক অপসদ প্রসাদ ভাস্বর।
বাসুদেব বিধিৎসব আসব অসুর ॥

মস্থণ মস্থক অমুস্মর অপসর।
উৎসেধ বাস্থবা বস্থ কুস্থল্ল কুসর ॥
অমাবস্যা অসকৃৎ ব্যসন ব্যাসঙ্গ।
সূক্ষ্ম ভস্ম কৎস্ম মাৎসর্য্য প্রসঙ্গ ॥
ঘসে বাসর বায়স সত্ব বিভাস মৃৎস্না।
সূত স্বল্প কিসলয় বসন্ত জ্যোৎস্না ॥

অজস্র তমিস্র আস্য লাস্য দাস্য পাস।
ব্যাস ন্যাস রাস বাস পনস কৈলাস ॥
অসি মসী কংস ধ্বংস হংস মাংস মাস।
দিবস কীকস বস বীভৎস কার্পাস ॥
ত্রাস হাস ভাস গ্রাস বুভুৎসু বিশ্বাস।
কুকলাস দাস রাস বিলাস উল্লাস ॥

জকার ভেদঃ।

জটায়ুঃ জনতা জয় জপ জনার্দ্দন।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্ময় জগৎ জীবন ॥

জনক জননী জন্ম জাহ্নবী জম্পন ।
জীর্ণ জ্বর জ্বালা জঙ্ঘা জব জরা জন ॥
জয়িত্রী জুগুপ্সা জৃম্ভা জম্বুক জ্বলন ।
জিগীষা জীবিক জোৎস্না জোটক জম্ভন ॥
জায়া জিহ্বা জলৌকস্ জল জাগরণ ।
জীরক জম্বীর জার জানু জ্যা জঘন ॥
জাপ্য জাড্য জাতীফল জয়ন্তী জ্বলন ।
জিত জিন জন্ত্র জাতি জঙ্গম জবন ॥
জতুক জাতুক জম্বু জলদ জর্জ্জর ।
জবস জিজ্ঞাসা জন্য জামাতা জঠর ॥
জ্যেষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ জ্যোতিষ জম্বাল জঘন্যজ ।
জীব জন্তু জড় জাল জাল্ম জৈএধ্বজ ॥
জীমূত জনমেজয় জটী জটা জূট ।
বর্গ্য জকারাদি শব্দ ভাষাকৃত স্ফুট ॥

পরাজয় উদ্বেজক উপার্জ্জন ।
ভুজগ ভুজঙ্গ কুজন বর্জ্জন ॥

ব্যজন ভোজন ব্যঞ্জন ভাজন।
রজনী রাজীব তর্জ্জনী তর্জ্জন ॥
পর্জ্জন্য রঞ্জন অর্জ্জুন গর্জ্জন।
তেজন মজ্জন রাজক দুর্জ্জন ॥
মঞ্জুল বঞ্জুল কজ্জল অঞ্জন।
রজত কিঞ্জল্ক খর্জ্জুর খঞ্জন ॥
ধনঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় বিসর্জ্জন।
বিজয় দুর্জ্জয় অজয় মার্জ্জন ॥
অজগর পঞ্জর ধুর্জ্জটি গুঞ্জন।
যোজন মর্জ্জন তর্জ্জন ভঞ্জন ॥
পারিজাত যজমান নিযোজন।
শব্দ মধ্যে স্থিত জকৃত বর্ণন ॥

পূজ্য পূজা রাজ্য রাজা ভুজ বাজী গজ।
ভোজ্য দ্বিজ মুঞ্জ নিজ লজ্জা প্রজা নিজ ॥
কুব্জ বজ্র ভুজ বীজ মজ্জা কুজ ধ্বজ।
রজ্জু বর্জ্য সজ্জ অজ্জ সুভগ পঙ্কজ ॥

অথ শব্দ প্রকরণ।

পঞ্চাশত সংখ্যা মাত্র বর্ণ সমুদয়।
ইহার অধিক সংখ্যা না হয় নির্ণয়॥
ইহাদেরি স্থানে স্থানে বিন্যাস বিশেষে।
সমস্ত প্রকৃতি লব্ধ করে অনায়াসে॥
যেমন হকার পর রকার রাখিলে।
প্রকৃতি হইবে হর বর্ণদ্বয় মিলে॥
রকারে ইকার যদি পুনঃ হয় যোগ।
প্রকৃতি হইবে হরি ইত্যাদি প্রয়োগ॥
পশ্চাৎ ইহারা ভিন্ন অর্থের কারণ।
ভিন্ন ভিন্ন দুই নাম করয়ে ধারণ॥
শব্দ আর ধাতু নামে খ্যাত ভূমণ্ডলে।
এউভয়ে প্রয়োগ কালেতে পদ বলে॥
শব্দের অনেক সংখ্যা পণ্ডিতে বিদিত।
ত্রিবিধ তাহার রূপ শাস্ত্রেতে কথিত॥

রূঢ়ি যোগরূঢ়ি ও যৌগিক ব্যবহার।
বৃক্ষাদির সম যত রূঢ়ি নাম তার॥
পঙ্কজ সরোজ আদি য়োগ রূঢ়ি হয়।
ঈশ্বর প্রলয় রূপ যৌগিক নির্ণয়॥
প্রথমতঃ শব্দের প্রকৃতি ভেদ শুন।
অর্থ ভেদে বহু ভাগে বিভক্ত সে পুনঃ॥
উপসর্গ অব্যয় ও সংজ্ঞা সর্ব্বনাম।
বিশেষ্য বিশেষণাদি তাহাদের নাম॥

---

* যে সকল শব্দ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া অর্থ প্রকাশ করে তাহারাই রূঢ়ি শব্দ। যথা শঙ্খ, চক্র, নক্র, ভেক ইত্যাদি।

যোগরূঢ়ি-দুই শব্দের যোগে নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু যে শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি তাহার অর্থ ও অন্য অর্থ ধারণ করে। যথা পঙ্কজ। পঙ্ক আর জ; পঙ্ক শব্দার্থে পাঁক, জ শব্দে জাত কিন্তু পঙ্কজ এই শব্দ পদ্মমাত্র বুঝায়। সেইরূপ জলদ, সরোকহ, পাদপ ইত্যাদি।

দুই শব্দ সংলগ্ন হইয়া যে শব্দ উৎপত্তি হয়, এবং সেই দুই শব্দের প্রধানং অর্থ থাকিলে তাহাকে যৌগিক শব্দ বলা যায়। যথা ঈশ্বর। ঈশ ধাতুতে ঐশ্বর্য্য, বর তৎশালী, সুতরাং ঈশ্বর শব্দে ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর এই মাত্র অর্থ হয়।

অথ উপসর্গ।

উপসর্গ সংখ্যাতে বিংশতি মাত্র হয়।
ধাতুর পূর্ব্বেতে তার প্রয়োগ নিশ্চয়॥
কোন স্থানে ধাত্বর্থের বাধক জন্মায়।
কোন স্থানে তাহাদের বিশেষ করায়॥
কভু অনুবর্ত্তন করয়ে তারা স্পষ্ট।
শুনহ তাদের নাম যেমন নির্দ্দিষ্ট॥

প্র পরা অপ সং নি অব অনু নির্ দুব্ বি
অধি সু উৎ পরি প্রতি অভি অতি অপি উপ আ।

স্থানের পূর্ব্বেতে যদি প্র হয় মিলন।
প্রস্থান হইবে লব্ধ এই নিরূপণ॥
স্থাধাতু হইতে হয় স্থানের নির্ণয়।
তাহাতে কেবল স্থিতি অর্থ মাত্র হয়॥
প্রস্থানেতে পলায়ন এই অর্থ হয়।
প্রোপসর্গ সে অর্থের বাধক নিশ্চয়॥
পরাক্রম অপমান আর অপিধান।
অবগত সংস্থাপন আদান প্রদান॥

উপরোধ নির্ণয় দুর্গম অনুষ্টান।
সুলভ বিস্তর পরিবার অধিষ্টান॥
পরিষ্কার অতিক্রম আর অভিমান।
কত অর্থ ভঙ্গীধরে দেখহ প্রমাণ॥

অথ অব্যয় শব্দ।

বাক্যমধ্য স্থানেতে যে সব শব্দ রয়।
থাকিয়ে সাহিত্য বোধ যদ্যপি করায়॥
কিম্বা পৃথকত্ব বোধ করাইলে স্পষ্ট।
হইবে অব্যয় তারা এইত নির্দ্দিষ্ট॥
যেমন রামের আর শ্যামের সহিত।
হরি যদি যান হবে অত্যন্ত গর্হিত॥
'আর' শব্দে এস্থলে সাহিত্য বোধ হয়।
'যদি' শব্দে সেই রূপ সন্দেহ বুঝায়॥
তাৎপর্য্য ভেদে কিন্তু অনেক প্রকার।
হেতুভাব বোধকাদি আছে ব্যবহার॥

অথ সংজ্ঞা নিরূপণ।

প্রাণি বা অপ্রাণি বস্তু সংজ্ঞা নামে খ্যাত।
দুই নামে তার ভেদ সামান্য প্রকৃত॥
সাধারণ যে বস্তু সামান্য তার নাম।
প্রকৃত বিশেষ সংজ্ঞা যথা হরি শ্যাম॥
দেখ যথা দেবদত্ত মুদ্রা দান করি।
বৃন্দাবন চলি গেল দেখিতে শ্রীহরি॥
'দেবদত্ত' এ শব্দ বিশেষ সংজ্ঞা হয়।
কারণ সদৃশ তার নাহি পাওয়া যায়॥
'বৃন্দাবন' বিশেষ ও 'মুদ্রা' সাধারণ।
'মুদ্রার' সদৃশ আছে এইত কারণ॥

উদাহরণ।

সামান্য সংজ্ঞা।	প্রকৃত সংজ্ঞা।
মনুষ্য	মাধবচন্দ্র
পশু	হরপ্রসাদ
পক্ষী	গঙ্গা

বৃক্ষ	যমুনা॰
ধর্ম্ম	কাশী॰
কর্ম্ম	কাঞ্চী

অথ সর্ব্বনাম নিরূপণ।

সংজ্ঞা প্রতিনিধি হয়ে যে করে বিহার।
সর্ব্বনাম নাম তার সর্ব্বত্র প্রচার ॥
সে সর্ব্ব নামের দুই প্রকার বিধান।
অস্মদাদি আর সংখ্যা বাচকাভিধান ॥
অস্মদাদি পদে আমি তুমি আদি লক্ষ।
সংখ্যার বাচক হয় এক আদি শব্দ ॥

অথ বিশেষণ ও বিশেষ্য নিরূপণ।

যে যে শব্দে বস্তুাদির গুণ ব্যাখ্যা হয়।
অথবা অবস্থারে যে বিশেষ করয় ॥
বিশেষণ নাম তার এই বিবরণ।
অতঃপর বিশেষ্য পদের নিরূপণ ॥

যে বস্তুর গুণ বিশেষণে ব্যাখ্যা করে।
সেই বস্তু সর্ব্বত্র বিশেষ্য নাম ধরে॥
যেমন সাধক জন প্রেমিক জনার।
কোমল হৃদয়ে করে প্রেমের সঞ্চার॥
এস্থলে সাধক শব্দ, জনের পূর্ব্বেতে।
থাকিয়া প্রকাশে গুণ বিশেষ রূপেতে॥
সেই রূপ প্রেমি জন, কোমল হৃদয়।
বিশেষণ ওবিশেষ্য এই ব্যাখ্যা হয়॥

উদাহরণ।

বিশেষণ।	বিশেষ্য।	বিশেষণ।	বিশেষ্য।
সুন্দর	পুরুষ	শীতল	জল
বয়স্থা	রমণী	কোমল	ফল
কুটিল	নয়ন	অনল্প	কেশ
উত্তম	বসন	মনোজ্ঞ	বেশ

ব্যক্তি সংখ্যা লিঙ্গ আর কারক এচারি।
বিশেষ্যতে অধিকার আছে এসবারি॥

অথ ব্যক্তি ।

আমি কহি তোমাকে করিয়া সম্ভাষণ ।
ধরার আকার কিছু কর নিরূপণ ॥
যেমন কদম্ব পুষ্প গোলাকার ময় ।
তদ্রূপ ভূমির রূপ বুঝহ নিশ্চয় ॥
সূর্য্য আকর্ষণে পুনঃ শূন্যের উপর ।
ভ্রমিছে তাহার চতুষ্পার্শ্বে নিরন্তর ॥
মনোযোগ করি কর ব্যক্তি নিরূপণ ।
প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় যেমন ॥
এই স্থলে আমি শব্দ অস্মদ্ ব্যক্তি হয় ।
তোমাকে হইবে ইথে যুস্মদ্ নিশ্চয় ॥
পৃথিবী তৃতীয় ব্যক্তি লিঙ্গ এই রীতি ।
অপ্রাণি ও ব্যক্তি হয় আছয়ে পদ্ধতি ॥
যে জন বক্তৃতা করে কোন জন প্রতি ।
সে জন অস্মদ্ ব্যক্তি যেমন পদ্ধতি ॥
যার প্রতি বক্তৃতা হইবে প্রস্থাপন ।
সে জন যুস্মদ্ ব্যক্তি [illegible]রূপণ ॥
যেই বস্তু বা ব্যক্তিরে করিবে আশ্রয় ।
সই সে তৃতীয় ব্যক্তি নাহিক সংশয় ॥

উদাহরণ।

অস্মদ্।	যুষ্মদ্।	তিদ্।
আমি	তুমি	তিনি
আমার	তোমার	তাঁহার
আমাকে	তোমাকে	তাঁহাকে

সংখ্যা অথবা বচন।

একত্ব বুঝালে এক বচন জানিবে।
তদধিক যত বহু বচন হইবে ॥
দ্বিসংখ্যা সংস্কৃত মতে দ্বিবচন হয়।
দ্বিবচন ব্যবহার নাহিক ভাষায় ॥
বহু বচনের চিহ্ন আছে কতিপয়।
'সকল' 'সমুহ' 'গণ' 'রা' আদি নিশ্চয় ॥

উদাহরণ।

একবচনে	বহুবচনে
বালক	বালক সকল
	বালক সমূহ
	বালকগণ
	বালকেরা ইত্যাদি।

লিঙ্গ বিষয়ক।

পুরুষ বোধক শব্দ পুংলিঙ্গ আখ্যান।
স্ত্রীত্ব বুঝাইলে তার স্ত্রী লিঙ্গাভিধান॥
প্রাণ সত্ত্বে লিঙ্গ হীনে নপুংসক হয়।
অপ্রাণি বোধক শব্দে ক্লীব লিঙ্গ কয়॥
জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ অভিধান।
উদ্ভিজ্জ এ চারি রূপ প্রাণির বিধান॥
জরায়ুজ পুটক মধ্যে যার জন্ম হয়।
মনুষ্য বা গো তাকে জরায়ু কয়॥
পক্ষিগণ অণ্ডজ অণ্ডেতে জন্ম লয়।
কৃমি দংশ মশকাদি স্বেদজ নির্ণয়॥

স্বেদজের স্বল্প প্রাণ শাস্ত্রের বর্ণন।
বৃক্ষাদি মৃত্তিকা জাত উদ্ভিজ্জ গণন॥
উদ্ভিজ্জের প্রাণ নাই কোন লোকে কয়।
ক্লীব লিঙ্গ এই হেতু তন্মতে নির্ণয়॥
কিন্তু কতিপয় শব্দ এ রীতি বর্জ্জিত।
ব্যবহারাধীন বলি বলিবে নিশ্চিত॥
স্ত্রী লিঙ্গের রূপ ভেদে আছে এই রীতি।
শব্দান্তে ঈকার দীর্ঘ করে অবস্থিতি॥
স্ত্রীলিঙ্গ মরণী আদি কতেক নিশ্চয়।
আর কোনং শব্দ আকারান্ত হয়॥
যথা কান্তা রামা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নিশ্চিত।
অতএব শব্দ শেষে আকার বিহিত॥
কিন্তু সে ইহাতে এক আছয়ে বিশেষ।
ভর্ত্তা সখা পিতা শব্দে পুংলিঙ্গ আদেশ॥
প্রাণ হীন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হয় যদি।
হইবে ঈকার দীর্ঘ, যথা দেখ নদী॥
হ্রস্ব ইকারান্ত পদ যতেক পাইবে।
ক্লীব বা পুংলিঙ্গ হবে তাদের জানিবে॥

সেইরূপ অকারান্ত শব্দের বিশেষ।
ক্লীব বা পুংলিঙ্গ প্রায় হইবে নির্দ্দেশ ॥
ঋকারান্ত শব্দ সব পুংলিঙ্গ যখন।
ঋকারের লোপ হয়ে আকার গ্রহণ ॥
পিতৃর ঋ লোপ করে পিতা লব্ধ হয়।
জামাতৃ জামাতা দাতৃ দাতার নির্ণয় ॥
মৎ কিম্বা বৎ ভাগান্ত শব্দ যদি হয়।
পুংলিঙ্গ তাহাতে আর যদ্যপি বুঝায় ॥
কিন্তু বলি তার সার এই ব্যবহার।
তকার করিয়ে লোপ ধরিবে নকার ॥
পুনর্ব্বার হয় তাহে আকার সংযোগ।
যেমন শ্রীমৎ স্থানে শ্রীমান্ প্রয়োগ ॥
যতেক শব্দের শেষে ইন ভাগ যোগে।
কর্ত্তাপদ আর এক বচন প্রয়োগে ॥
নকারের লোপ হবে এইতো লক্ষণ।
সে হ্রস্ব ইকার দীর্ঘ হইবে তখন ॥
ধনিন্ পদেতে হয় ধনী শব্দ লাভ।
জ্ঞানিন্ পদেতে জ্ঞানী বুঝ এই ভাব ॥

কিন্তু যদি হয় তাতে বিভক্তি আদেশ।
কেবল নকার লুপ্ত হবে অবশেষ ॥
যেমন জ্ঞানিরা ধন করেন অর্পণ।
ধনিদের ধন নিতে আশা বিলক্ষণ ॥
পুংলিঙ্গ পদেতে যদি অন্ থাকে শেষ।
নকারের লোপ হবে শুনহ বিশেষ ॥
পুনঃ লুপ্ত শব্দে হবে আকার সংযোগ।
যেমন রাজন্ পদে রাজা, এ প্রয়োগ ॥
সংখ্যাবাচকের রীতি এইতো বিশেষ।
কেবল নকার লুপ্ত হবে অবশেষ ॥
যেমন পঞ্চন পদে পঞ্চ শব্দ হয়।
দশন পদেতে দশ দেখহ নিশ্চয় ॥

উদাহরণ।

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
গায়ক	গায়িকা	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
নায়ক	নায়িকা	দেব	দেবী
বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী	ভব	ভবানী

মানী	মানিনী	গোপ	গোপী
পুত্র	কন্যা	পুরুষ	প্রকৃতি
বর	বধূ	রাজা	রাণী
পিতা	মাতা	শুক	শারী
ভ্রাতা	ভগিনী	মদন	রতি

অথ কারক নিরূপণ।

কর্ত্তা কর্ম্ম করণ অপাদান সম্প্রদান।
অধিকরণ এই ছয় কারকাভিধান॥

তত্র কর্ত্তাকারক।

প্রধান রূপেতে যাতে ক্রিয়ান্বয় হয়।
বুধগণ তাহাকেই কর্ত্তা নামে কয়॥
কর্ত্তার সাহিত্যে হয় কার্য্যের সন্ধান।
অতএব বলি তাকে বাক্যের প্রধান॥

ভাগ্য-হীন এক ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডিত।
প্রখর সূর্য্যের তাপে হইয়ে তাপিত ॥
সুন্দর শীতল স্থান করে অন্বেষণ।
দৈব যোগে বিল্ব মূল হইল ঘটন ॥
বিধির লিখন কভু না হয় বিফল।
পড়িল মস্তকে এক প্রকাণ্ড শ্রীফল ॥
এই স্থলে 'অন্বেষণ' ক্রিয়া পদ হয়।
তাহার সহিত সেই ব্যক্তির অন্বয় ॥
সন্তাপেতে ক্লিষ্ট সেই ব্যক্তি অতিশয়।
অন্বেষণ ক্রিয়াদ্বয় তাহাতেই হয় ॥
অতএব 'ব্যক্তি' শব্দ কর্ত্তা পদ হয়।
এইরূপ সর্ব্ব স্থানে কর্ত্তার নির্ণয় ॥

কর্ম্মকারক।

যে পদে কর্ত্তার ক্রিয়া হয়ে থাকে ব্যাপ্ত।
সেই পদ সর্ব্ব স্থানে কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত ॥
মুখ্য গৌণ ভেদে পুনঃ দ্বিপ্রকার হয়।
সাক্ষাৎ ব্যাপিলে ক্রিয়া কর্ম্ম মুখ্য কয় ॥

পরম্পরা ব্যাপে যদি গৌণ নাম হয়।
কর্ম্মের দ্বিবিধ রূপ একরূপে নির্ণয়॥
যত দুঃখ হয় 'বিদ্যা' করিতে সঞ্চয়।
পণ্ডিত লোকেতে তাহা বিদিত নিশ্চয়॥
এই স্থলে 'বিদ্যা' শব্দ কর্ম্ম পদ কয়।
কারণ কর্ত্তার ক্রিয়া তাহে ব্যাপ্ত রয়॥
কর্ম্মকারকের চিহ্ন 'কে' শব্দ নির্ণয়।
'বিদ্যাকে' সঞ্চয় করা অর্থ সুনিশ্চয়॥

করণ।

যে পদ হইতে ক্রিয়া হয় সম্পূরণ।
অথচ 'দ্বারার্থ' থাকে সেইতো করণ।
যেমন নিকুঞ্জ বনে বংশী রবে হরি।
রাধা আদি ব্রজ নারী আনিলেন হরি॥
এই স্থলে 'বংশীরব' হইবে করণ।
কারণ সে রব দ্বারা হইল হরণ॥
করণ কারকে চিহ্ন 'দ্বারা' শব্দ হয়।
বিদ্যা দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা এইত নির্ণয়॥

সম্প্রদান।

কোন জনে কোন দ্রব্য হইলে প্রদান।
ব্যাকরণ মতে তার নাম সম্প্রদান॥
যেমন দারিদ্রে ধন করিলে অর্পণ।
দুই কালে হয় সুখ মুখ দরশন॥
এস্থলে 'দারিদ্র' শব্দ হয় সম্প্রদান।
কারণ তাহাতে ধন হয়েছে প্রদান॥

অপাদান।

যাহা হতে কোন বস্তু হয় নিঃসরণ।
অপাদান নাম তার বলে বুধগণ॥
বৃক্ষ হতে অম্র এক ভূতলে পড়িল।
দেখি তাহা কোন জন যতনে লইল॥
কেবা জানে ফলে সর্প করেছে দংশন।
ভক্ষণ মাত্রেতে হয় তাহার মরণ॥
বৃক্ষ হতে অম্র ফল পতিত নিশ্চয়।
এই হেতু 'বৃক্ষ' শব্দ আপাদান হয়॥

'হইতে' প্রত্যয় একারক অপাদানে।
কলসী হইতে জল পড়িল এস্থানে॥

অধিকরণ।

ক্রিয়া কিম্বা বস্তুর যাহাতে অবস্থিতি।
সেই অধিকরণ কারক এই রীতি॥
অধিকরণ কারকে 'তে' হবে প্রত্যয়।
'বনেতে' পশুর স্থিতি দৃষ্টান্ত নিশ্চয়॥
পদ্ম পত্র স্থিত জল যেমন চঞ্চল।
দেহেতে জীবন সদা তেমতি তরল॥
সংসারে ক্ষণেক যদি সাধু সঙ্গ হয়।
তরিতে এভবার্ণবে নাহি কিছু ভয়॥
এই স্থলে 'পদ্মপত্র' সমধিকরণ।
ইহাতে জলের স্থিতি দেখ অনুক্ষণ॥
দেহেতে জীবন পরে ঐরূপ নিশ্চয়।
ষট্ সংখ্য এই মাত্র কারক নির্ণয়॥

অথ সম্বন্ধ পদ।

অন্যেতে সামিত্বাদি সম্বন্ধ বুঝায়।
আছে যার নাম তার সম্বন্ধ নিশ্চয়॥
সংসারের সুখভোগ হয়েছে কেমন।
জলের তরঙ্গ সদা তরল যেমন॥
জীবের জীবন দেখ কভু স্থির নয়।
অসার সংসার ইথে নাহিক সংশয়॥
এস্থলে সম্বন্ধ পদ হইবে 'সংসার'।
সামিত্ব সম্বন্ধ বোধ আছয়ে তাহার॥
'জলের' তরঙ্গ আর 'জীবের' জীবন।
এরাও সম্বন্ধ পদ ইতি বিবরণ।
সম্বন্ধ প্রকাশ হেতু 'রফার' প্রত্যয়।
'হরির' 'শ্যামের' 'তার' সম্বন্ধ নিশ্চয়॥

সম্বোধন।

কোন রূপে আহ্বানের নাম সম্বোধন।
'হে' আদি প্রয়োগ থাকে এই সম্বোধন॥

গোপীগণ সবে মিলি ব্যাস্ত হয়ে অতি।
শ্রীকৃষ্ণে ডাকিছে হায় ওহে মহামতি॥
পরের অধিক প্রিয় পরে দয়াবান্।
পরের না সহ ক্লেশ পুরুষ প্রধান॥
আমাদের দুঃখ তুমি ওহে গুণধাম।
বিস্তর দিতেছ মরি রাম রাম রাম॥
এই স্থলে 'কৃষ্ণ' পদ সম্বোধন হয়।
তাঁর অভিমুখ হেতু গোপীগণ কয়॥

উদাহরণ।

ওগো মহাশয়। ওহে মিত্র শুন।
ওলো সোই। ওরে বালক।

অথ ধাতু নিরূপণ।

শব্দের উৎপত্তি স্থান ধাতু নাম লয়।
যথা 'গম' ধাতুতে গমন অর্থ হয়॥
'শ্রু' ধাতুতে শ্রবণ বুঝায় সুনিশ্চয়।
'স্থা' ধাতু স্থাপন তথা স্থিতি অর্থ হয়॥

যত ধাতু আছে সবে হয় ক্রিয়া তারা।
প্রসিদ্ধ শাস্ত্রেতে সিদ্ধ আছে এই ধারা ॥

ক্রিয়া ।

'করণ' 'হওন' আদি যাহাতে বুঝায়।
ক্রিয়া পদ তাকে বলি জানিহ নিশ্চয় ॥
প্রাণ দণ্ড করি তার আমি দুরাচার।
বহিতে লাগিল মোর নেত্রে অশ্রুধার ॥
কি করিব হায় হায় ভাবিয়া আকুল।
ব্যাকুল হইল প্রাণ নাহি পাই কূল ॥
এই স্থলে 'করি' পদ ক্রিয়া পদ হয়।
ইহাতে করণ ক্রিয়া ব্যাক্ত সুনিশ্চয় ॥
'বহিতেলাগিল' আর ক্রিয়া পদ পুনঃ।
ইহাতে হওন ক্রিয়া আছে নিয়োজন ॥
'কিকরিব' সেই রূপ ক্রিয়া পদ আর।
কারণ করণ ক্রিয়া প্রকাশ তাহার ॥

সমাপিকা ক্রিয়া।

যে ক্রিয়া প্রয়োগে হয় বাক্য অর্থ শেষ।
সমাপিকা নাম তার এইতো বিশেষ॥
দরিদ্রে দাতব্য আমি দিয়াছি বিস্তর।
দয়াতে মনের সুখ হয় নিরন্তর॥
'দিয়াছি' ও 'হয়' পদ ক্রিয়া পদ হয়।
সমাপিকা ক্রিয়া তারা নাহিক সংশয়॥

অসমাপিকা ক্রিয়া।

যাহার প্রয়োগ পর অকাঙ্ক্ষা করয়।
সে ক্রিয়া অসমাপিকা এইতো নির্ণয়॥
সংসারের মিথ্যা ভাব ভাবিয়া ভাবিয়া।
কান্দিয়া উঠিছে মন রহিয়া রহিয়া॥
'ভাবিয়া' 'ভাবিয়া' 'আর' 'রহিয়া' 'রহিয়া'।
এক্রিয়া অসমাপিকা দেখহ বুঝিয়া॥
কারণ ক্রন্দনেরিথে আকাঙ্ক্ষা আছয়।
ব্যাক্ত নাহি হয় কিন্তু অপ্রকাশ রয়॥

সকর্ম্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়া পতিত কোন কর্ম্মের উপর।
সেই ক্রিয়া সকর্ম্মক বুঝ অতঃপর ॥
যেমন হরিকে যেবা করয়ে পূজন।
সেই ভক্ত মুক্ত হয় শাস্ত্রের লিখন ॥
হরির উপর উহা পতিত নিশ্চয়।
অতএব সকর্ম্মক কহে বুধ চয় ॥

অকর্ম্মক ক্রিয়া।

ক্রিয়া কর্ম্মহীন হলে অকর্ম্মক কয়।
মুখ্য গৌণ যুক্ত যেই দ্বিকর্ম্মক হয় ॥
যথা সীতা শোকে ক্রন্দন করেন রাম।
'ক্রন্দন' ক্রিয়ার হয় অকর্ম্মক নাম ॥
কারণ ক্রন্দনধাতু কর্ম্মের উপর।
পতিত না হয়ে রহে কর্ত্তার ভিতর ॥
পুনশ্চ ত্রিবিধ ভেদ ক্রিয়া পদে রয়।
কর্তৃ বাচ্য কর্ম্ম ভাব বাচ্য হয় ॥

কতিপয় ধাতু নিরূপণ।

ধাতু।	অর্থ।	শব্দ।
অঙ্ক	চিহ্ন	অঙ্কিত, অঙ্ক
আশ	উপবেশন	আশন
ইষ	বাঞ্ছা	ইষ্ট, ইচ্ছা, ইচ্ছুক
ঈহ	চেষ্টা	ঈহা
উষ	দাহ	উষ্ণ, উষ্ম
কম	কান্তি	কমনীয়, কাম, কামনা
ক্লম	শ্রম	ক্লান্ত, ক্লম
ক্লিশ	দুঃখ	ক্লেশ, ক্লিষ্ট
কৃশ	কল্পনা	কৃপণ, কৃপালু
খ্যা	কথন	খ্যাতি, খ্যাত
গদ	ভাষা	গদ্য, গদগদ
গণ	সংখ্যা	গণনা, গণনীয়, গণক
গম	গমন	গতি, গম্য
গ্রহ	আদান	গ্রহণ, গ্রাহ্য
গুপ	রক্ষা	গুপ্ত, গোপন.
গৈ	গান	গীত, গাথক

ঘ্রা	গন্ধগ্রহণ	ঘ্রাণ, ঘ্রাণীয়
চল	অস্থির	চঞ্চল, চলন,
চত	জ্ঞান	চিত্ত, চেতন
ছদ	আবরণ	ছন্ন, ছদ্ম
ছিদ	ছেদ	ছেদন, ছিন্ন
জি	জয়	জয়ি, জিত জর্জরিত
জৃ	জরা	জীর্ণ
তপ	তাপ	তাপিত, তপন, তপ্ত, তপস্বী
ত্বর	ভ্রমণ	ত্বরা, সত্বর
তুষ	সন্তোষ	তুষ্ট, তুষ্টি
তৃষ	তৃষ্ণা	তৃষা, তৃষিত
তৃ	সন্তরণ	তারণ, তরণ, তীর্ণ, তরণীয়
দল	ভেদ	দলন, দলিত
দহ	ভস্মীকরণ	দহন, দগ্ধ, দাহ্য
দ্রু	গতি	দ্রুত
দা	দান	দেয়, দাতব্য
দীপ	কান্তি	দীপ্তি, দীপ, দেদীপ্যমান
দৃশ	দর্শন	দৃশ্য, দর্শনীয়
ধ্বন	রব	ধ্বনি, ধ্বান

ধা	ধারণ	ধাত্রী
নম	প্রণাম	নমস্কার, নতি
নশ	নাশ	নষ্ট, নাশক
নী	প্রাপ্তি	নয়ন, নেত্র
পচ	পাক	পাচক, পাচিকা
পা	পান	পেয়, পানীয়
পূ	শুদ্ধ	পবিত্র, পাবন, পবন
পুষ	পালন	পোষণ, পুষ্টি, পোষকতা
পূ	পূরণ	পূর্ণ, পূর্ত্তি
বধ	নিন্দা	বাধক,বধ্য
ব্যথ	পীড়া	ব্যথিত, ব্যথা
বৃত	বর্ত্তন	বৃত্তি
ভজ	সেবা	ভজন, ভক্তি, ভক্ত
ভজ	ভাগ	ভাজ্য, ভাজক
ভী	ভয়	ভীতি, ভয়ানক
ভুজ	ভোজন	ভোজ্য, ভোক্তা, বুভুক্ষা
ভূ	উৎপত্তি	ভবিতব্য, ভবন, ভবিষৎ, ভব্য
ভৃ	ভরণ	ভার্য্যা, ভর্ত্তা, ভৃত্য
মন্থ	বিলোড়ন	মন্থন

মুহ	মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়, মোহন
মৃত	নাশ	মৃত্যু, মরণ, ম্রিয়মাণ
যজ	দেবপূজা	যজ্ঞ,যাগ,যজমান,যাজক
রম	ক্রীড়া	রমণ, রমণীয়, রম্য, রতি
রক্ষ	পালন	রক্ষা, রক্ষণ, রক্ষক
রুষ	হিংসা	রুষ্ট, রোষ
লিপ	আচ্ছাদন	লিপ্ত, লেপ
লিহ	আস্বাদ	লেহ্য, লেহ
লু	ছেদন	লবন, লবণ
লুপ	লোপ	লুপ্ত, লোলুপ
লী	প্রাপ্তি	লয়, লীন
বিদ	জ্ঞান	বেদ, বিদ্বান, বেত্তা
বৃ	বরণ	বর, বরেণ্য
শ্রু	শ্রবণ	শ্রুতি, শ্রোতা, শ্রুচ
শাস	শাসন	শাস্তি, শস্তা, শিষ্য
শি	শয়ন	শয্যা
শো	তিক্ষ্ণীকরণ	শান
স্বপ	স্বপ্ন	সুপ্ত
স্না	শোধন	স্নান, স্নাত, স্নাতক

স্ফায়	বৃদ্ধি	স্ফীত
স্থা	স্থিতি	স্থাপন, স্থাম, স্থৈর্য্য
সৃ	গমন	সূর্য্য, সর
স্মৃ	স্মরণ	স্মৃতি, স্মরণীয়
হন	বধ	হনন, হন্তারক, হত
হু	হোম	হুতি, হুত, হোতা
হৃ	হরণ	হৃত, হারক, হার্য্য
ক্ষম	রক্ষা	ক্ষান্তি, ক্ষমা, ক্ষান্ত
ক্ষাল	প্রক্ষালন	ক্ষালন, ক্ষালিত
ক্ষি	ক্ষয়	ক্ষীণ, ক্ষিতি
ক্ষিপ	বিক্ষেপ	ক্ষেপ, ক্ষিপ্ত

কাল নিরূপণ।

সময়ের অন্য নাম কাল কহা যায়।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এতিন বিধায়॥
যে কালেতে ক্রিয়ার সমাপ্তি বোধ হয়।
ভূত কিম্বা অতীত তাহাকে বলা যায়॥
যেমন অযোধ্যা দেশ অতি মনোহর।
দশরথ নামে তথা ছিল নৃপবর॥

ছিল পূর্ব্বে ভূত কাল ইহার কারণ।
দেখ তার ক্রিয়া হইয়াছে সমাপন ॥
অল্পকাল হয়েছে যে ক্রিয়া সমাপন।
সেই অদ্যতন ভূত কালের লক্ষণ ॥
অদ্যতন ভূত পূর্ব্বে যাহার গণন।
অনদ্যতনাখ্য তার এই বিবরণ ॥
ভবিষ্যত হইবে ভাবিত্ব হলে জ্ঞান।
হতেছে যে ক্রিয়া তারে বলে বর্ত্তমান ॥
তোমার মহিমা কালি 'দেখিব' কেমন।
বিশ্বমাতঃ জগদ্ধাত্রি শুনি গো যেমন ॥
নিশ্চিত ভাবিত্ব ভাব আছে এপদেতে।
অতএব ভবিষ্যৎ হৈল লক্ষণেতে ॥
'পড়িতেছি' মেঘদূত কাব্য চমৎকার।
কশ্চিৎ কান্তা ইতি শব্দ প্রথমে তাহার ॥
অত্র 'পড়িতেছি' বর্ত্তমান বলা যায়।
কারণ ক্রিয়ার গতি হতেছে ইহায় ॥

ধাতুরূপ ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান কালে। কর ক্রিয়া।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্রথম ব্যক্তিতে।	আমি করি	আমরা করি
দ্বিতীয় ব্যক্তিতে।	তুমি কর	তোমরা কর
তৃতীয় ব্যক্তিতে।	তিনি করেন	তাঁহারা করেন
১	আমি করিতেছি	আমরা করিতেছি
২	তুমি করিতেছ	তোমরা করিতেছ
৩	তিনি করিতেছেন	তাঁহারা করিতেছেন

ভূত কালে।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্রথম।	আমি করিয়াছি	আমরা করিয়াছি
দ্বিতীয়।	তুমি করিয়াছ	তোমরা করিয়াছ
তৃতীয়।	তিনি করিয়াছেন	তাঁহারা করিয়াছেন *

* করিলাম, করিয়াছি, করিযাছিলাম, ইহারা প্রত্যেকেই ভূত কাল প্রকাশ করে, কিন্তু করিলাম অদ্যতন ভূত, করিযাছি হস্তনভূত, করিয়াছিলাম অনদ্যতন ভূত, ইহাদের বিশেষং লিখনে গৌরব মাত্র।

ভবিষ্যৎ কালে।

	এক বচন।	বহু বচন।
প্রথম।	আমি করিব	আমরা করিব,
দ্বিতীয়।	তুমি করিবে	তোমরা করিবে
তৃতীয়।	তিনি করিবেন	তাঁহারা করিবেন

অথ ক্রিয়া বিশেষণ।

যে পদ দ্বারাতে ক্রিয়ার বিশেষ করয়।
অবশ্য সে পদ ক্রিয়া বিশেষণ হয়।
অতি শীঘ্র জন্মে জীব অতি শীঘ্র মরে।
তবু অতি ব্যগ্র হয়ে গৃহ কর্ম্ম করে॥
এই স্থলে 'শীঘ্র' 'ব্যগ্র' ক্রিয়া বিশেষণ।
জন্মের অবস্থা ইথে হয়েছে দর্শন॥
ক্রিয়া বিশেষণ পদ পঞ্চ বিধ হয়।
কালিক দৈশিক আদি নামেতে নির্ণয়॥
কালের বিশেষ যাতে প্রকাশ করয়।
সে পদ কালিক নাম ধরে সুনিশ্চয়॥

যেমন এখন অদ্য যখন যাবৎ।
প্রতিদিন প্রতিমাস প্রত্যহ তাবৎ ॥
রাত্রিযোগে সদা পরে প্রত্যুষে সকালে।
কল্য প্রাতে পূর্ব্বে অগ্রে পরশ্বঃ বিকালে ॥

অথ সমাস প্রকরণ।

সমাস।

যদি বহু পদ নিয়ে, একত্রেতে মিলাইয়ে,
এক পদ সকলেতে হয়।
সমাস আখ্যান তার, ভেদ আছে পুনর্ব্বার,
দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি আদি ছয় ॥

দ্বন্দ্ব।

থাকে পদ কতিপয়, সবারি প্রাধান্য রয়,
তবে দ্বন্দ্ব নাম হয় তার।
যথা শ্যাম হরি রামে, গমন করিল গ্রামে,
এই স্থলে প্রাধান্য সবার ॥

বহুব্রীহি।

যে পদ সমাস পরে, অতিরিক্ত অর্থ ধরে,
হয় বহুব্রীহি নাম তার।
যথা দেখ 'দিগম্বর' দুই পদে পরস্পর,
মিলে অর্থ হইল শঙ্কর ॥

কর্ম্মধারয়।

বিশেষ্য বিশেষণ, হইয়ে সংমিলন,
অভেদ অন্বয় করায়।
কর্ম্ম ধারয় নাম, যেমন শ্রেষ্ঠ গ্রাম,
সুন্দর নবনীল কায় ॥

তৎপুরুষ।

সমাস হবার আগে, থাকে পূর্ব্ব পদ ভাগে,
কর্ম্ম ও করণ অপাদান।
সম্বন্ধ অধিকরণ, সত্ত্বে এসব কারণ,
তবে তৎপুরুষ ব্যাখ্যান ॥
দ্বিতীয়া তৃতীয়া তার, সপ্তমী পর্য্যন্ত আর,
ক্রমে ক্রমে হইবে আখ্যান।

যথা সুবর্ণ নির্ম্মিত, অথবা বৃক্ষ পতিত,
এই রূপ সর্ব্বত্র বিধান ॥

দ্বিগু।

সংখ্যা বাচক পূর্ব্ব পদ দ্বিগু সমাসেতে।
যেমন ষোড়শ সখী কৃষ্ণের রাসেতে॥

অব্যয়ী ভাব।

যে কোন যৌগিক শব্দ যার আদি যোগ।
নিশ্চিত যদ্যপি হয় অব্যয় প্রয়োগ ॥
কারক বা যদি হয় তাহাতে প্রকাশ্য।
সামীপ্য যোগ্যত্ব ঋদ্ধি সাকল্য সাদৃশ্য ॥
যৌগপদ্য অনুক্রম পর্য্যন্ত অভাব।
পশ্চাত অনতিক্রম শব্দ প্রাদুর্ভাব ॥
তা হলে যৌগিক সেই শব্দ সুনিশ্চয়।
অব্যয় সমাস বলি তাতে লব্ধ হয় ॥
যেমন 'সতৃণ' শব্দ যৌগিক নিশ্চয়।
'স' অক্ষর আদ্য যোগে সহিত বুঝায়॥

এহেতু 'সতৃণ' শব্দে অব্যয় সমাস।
'যথাশক্তি'* 'সাগ্নিকাদি' তেমতি নির্য্যাস ॥

অথ তদ্ধিত প্রকরণ।

যদি কোন শব্দ শেষে, প্রত্যয় বিশেষ বসে,
বিশেষার্থ প্রতিপন্ন হয়।
তদ্ধিত নামেতে খ্যাত, ভাষায় সে ব্যবহৃত,
অত্যল্প বা কদাপি যে রয় ॥
গুণাত্মক বিশেষণ, তাঁর উত্তরে যখন,
'তর' আর 'তমের' প্রত্যয়।
ক্রমে ক্রমে হয় তাঁর, গুণের অধিক সার,
গুণাধিক্য অচিরে করয় ॥

---

* সংখ্যাবাচক শব্দোত্তর 'ধা' প্রত্যয় হয় তাহাতে 'প্রকার' এই অর্থ প্রকাশ করে। যথা দ্বিধা, ত্রিধা, নবধা ইত্যাদি। বিভক্তি সমুদয়ের স্থানে তস্ প্রত্যয় হয়। যথা ফলতঃ, অন্ততঃ, বিশেষতঃ ইত্যাদি। সামান্য শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময় প্রত্যয় হয়। যথা চিন্ময়, বাঙ্ময়, তন্ময় ইত্যাদি।

বাক্য।

পদের যোগেতে যেই অর্থ লব্ধ হয়।
এক অর্থ বিনা অন্য না হয় নির্ণয়॥
বাক্য সেই অতি অল্প পদেতে গ্রথিত।
ন্যূন সংখ্যা কর্ত্তা ক্রিয়া যোগে হয় স্থিত॥

উদাহরণ।

আমি বসি। হরি দেখিলেন। এক পরমেশ্বর দ্বিতীয় নাই॥
ধর্ম্মের সূক্ষ্মাগতি। অধর্ম্মে ক্লেশ জন্মে। ইত্যাদি

রচনা।

নানাবিধ বাক্যগণ, করিলেতো সংমিলন,
অর্থ ভাব রাখিয়ে তাহায়।
রচনা আখ্যান তার, ভাব রস অলঙ্কার,
কত মত আছে দেখা যায়॥
দেখিবে রচনা যত, গদ্য পদ্য দুই মত,
সুন্দর গ্রথিত যদি হয়।
করি তাহা দরশন, উচ্চাটন হয় মন,
শয়ন স্বপনে সুনিশ্চয়॥

গদ্য রচনা।

সামান্যতো রচনার গদ্য নাম হয়।
ছন্দের নিয়ম ইথে নাহিক নিশ্চয়॥
অন্তিম পদের স্বর এক রূপ নয়।
কর্ত্তাদি পদের মাত্র আছয়ে নির্ণয়॥

গদ্য রচনার রীতি।

কর্ত্তা পদ আগে হবে, সমাপিকা ক্রিয়া রবে,
সর্ব্ব শেষ ইহায় নিবিষ্ট।
বিশেষণ পদচয়, সংজ্ঞার পূর্ব্বেতে রয়,
আছে রীতি এমতি নির্দ্দিষ্ট॥
যত কর্ম্ম পদগণ, ক্রিয়া পূর্ব্বে প্রস্থাপন,
সবিশেষ এই বিবরণ।
যেই ক্রিয়া যার হবে, তাহার পূর্ব্বেতে রবে,
কর্ম্ম পদে ইতি নিরূপণ॥
পর পর পদ যত, রাখিবে বিহিত মত,
কর্ত্তা আর ক্রিয়ার ভিতর।

বিশেষ সংলগ্ন করি, গাঁথি পদ মনোহারি,
ইষ্ট সিদ্ধ করিবে অপর ॥

উদাহরণ।

তত্র কেবল কর্ত্তা এবং ক্রিয়া।

মনোহর দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলেন।

কর্ত্তা ও কর্ম্ম যুক্ত ক্রিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কহিলেন।

বিশেষণ যুক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্ম যুক্ত ক্রিয়া।

সখে উত্তম উপদেশ গ্রহণ কর ?

অসমাপিকা যুক্ত সমাপিকা।

কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া সম্পাদন করিবে।

সম্বন্ধ পদ যুক্ত কর্ত্তৃ ক্রিয়াদি।

কালিদাসের বিদ্যার কথা কি কহিব। ইত্যাদি

নানা পদের সঙ্কলন।

ধর্ম্মপুর নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্ম্মশীল নামে এক সুশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্ধক নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি

এক দিবস রাজাকে পরামর্শ দিলেন। মহারাজ নব মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে কাত্যায়নীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি দিন যথা বিধানে পূজা করিতে আরম্ভ করুন। শাস্ত্রে ইহার বিশেষ ফলশ্রুতি আছে। রাজা মন্ত্রির পরামর্শে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন সমারোহে পূজা করিতে লাগিলেন। বিনা পূজায় প্রণান্তেও জল গ্রহণ করিতেন না।

পদ্য রচনা।

বর্ণাদি নির্ণয়ে যেই ছন্দ বদ্ধ হয়।
রচনার মধ্যে তাহা পদ্য কহা যায়॥
প্রত্যেক পংক্তির নাম পদ বা চরণ।
বিশেষ বিশেষ ছন্দে বিশেষ ধরণ॥
কর্ত্তাদি পদের ইথে স্থান নিরূপণ।
ছন্দ রক্ষা হেতু কিছু নাহি প্রয়োজন॥

ইহার বিশেষ গুণ মিষ্টতা স্বভাব।
শুনিলে শ্রোতার হৃদে কর্ত উঠে ভাব ॥
পয়ার ত্রিপদী আদি ছন্দ ব্যবহার।
ক্রমেতে লক্ষণ তার প্রথমে পয়ার ॥

উপক্রমণিকা।

আছে যত মতছন্দ, দ্বিপদে সকলে বন্ধ,
অঙ্গভেদ কোন কোন ছন্দে।
পয়ারের মত যত, কেবল দ্বিপদ গত,
অঙ্গযুত ত্রিপদ্যাদি বন্ধে ॥
কোন কোন ছন্দে পুনঃ, লঘু-গুরু নিরূপণ,
তোটকাদি তাহার দৃষ্টান্ত।
অঙ্ক রাখি সারি সারি, বর্ণ নিরূপণ করি,
সমুদয় লক্ষণের অন্ত ॥
হ্রস্ব দীর্ঘ চিহ্ন ধরি, লঘু গুরু ব্যক্ত করি,
আছে যার যেমন ধরণ।
যেই ছন্দে যে লক্ষণ, সবিশেষ নিরূপণ,
সেই ছন্দে হইবে গ্রন্থন ॥

পদ্য রচনা।

মিলের নিয়ম।

মিলন পদের যেই শেষ দ্বি অক্ষর।
থাকিবে তাদের মধ্যে এক রূপ স্বর॥
এরূপে হইবে তবে উত্তম মিলন।
ভিন্ন স্বর ব্যবধানে অধম গণন॥

উদাহরণ।

উত্তম মিলন	অধম মিলন
হয়। কয়।	করণ। ধরণ।
চায়। লয়।	বারণ। গান।

পয়ার লক্ষণ।

সকল ছন্দের আদি ভাষাতে পয়ার।
চতুর্দ্দশ বর্ণ মাত্র ব্যবহার তার॥
সর্ব্বভাব ব্যক্ত হয় পয়ারে সুন্দর।
এই হেতু ব্যবহার পয়ার বিস্তর॥

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
৪ ২ ৪ ৪
২ ২ ৩ ৩ ২ ২

৩ ৩ ২ ৩ ৩
২ ২* ২ ২ ৩ ৩
৩ ৩ ২ ২ ২ ২

উদাহরণ।

পঞ্চ পাপে পাপী আমি সদা কদাচারী।
সাধুসঙ্গ বিহীন কুসঙ্গে সদা ফিরি ॥
অনিত্য সংসার মদে মত্ত মনকরী।
অহঙ্কারে সদা মত্ত কি করি কি করি ॥

যমক পয়ার লক্ষণ।

এই যমক পয়ার ২। †
আদ্যে অষ্ট বর্ণ, শেষ পয়ার আকার ॥

---

* এস্থলে বক্তব্য এই যে এক বর্ণ ও দুই বর্ণ যুক্ত পদ সংলগ্ন হইলে তিন বর্ণের পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্রূপ একে একে, 'দুই' ও তিনে একে 'চারি' বর্ণের পদ স্বীকার করিতে হইবে, আর দুই দুই বর্ণের স্থানে এক কালীন বর্ণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট পদ আদেশ হইতে পারে। ইত্যাদি

† এই লক্ষণের আদ্য চরণে বর্ণ অষ্ট বটে, কিন্তু দ্বিপাঠ অর্থাৎ দুইবার পড়িতে হয় এইহেতুক অন্তে '২' স্থাপন করা সুপ্রসিদ্ধ।

২ ৩ ৩
২ ২ ২ ২ } আদ্যপদ।
২ ২ ৪
৪ ৪

উদাহরণ।

কহ তোমার কি নাম ২।
কি জাতি কাহার পুত্র বাড়ী কোন গ্রাম॥

একাবলী লক্ষণ।

একাদশ বর্ণ যে ছন্দে রয়।
একাবলী বলি তাহারে কয়॥

৩ ৩ ৩ ২
২ ২ ২ ৩ ২
২ ২ ২ ২ ৩
৩ ২ ৩ ৩

উদাহরণ।

হবে না হবে না কেন কি দুখে।
জন্মেছে জগৎ পতির মুখে ॥
নিগম যাহার বদনোদ্ভব।
ইচ্ছায় যাঁহার হইল ভব ॥
হেন জন মুখে জনন যার।
এগুণ কি কভু আশ্চর্য্য তাঁর ॥

দীর্ঘত্রিপদী লক্ষণ।

অষ্ট অষ্ট বর্ণ যার, দুই পদে ব্যবহার,
দশ বর্ণ শেষে রহে যদি।
এ ছন্দ পয়ার পর, রচিলেন কবিবর,
দীর্ঘ নামে খ্যাত সে ত্রিপদী ॥

৩ ৩ ২
২ ২ ২ ২ } আদ্য পদদ্বয়।
৪ ৪ ,

* কীর্ত্তিবাস প্রচলিত বঙ্গভাষায় পদ্য রচনার সৃষ্টিকরেন, তিনি বাল্মীকি কৃত রামায়ণ ভাষান্তর করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ দৃষ্ট হয় না, ক্রমে তদ্দৃষ্টে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি মহা কবিগণ বিবিধ ছন্দ রচনা করিয়া গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

২ ২ ৩ ৩
৩ ৩ ২ ২ } অন্তিম পদ।
২ ২ ২ ২ ২

উদাহরণ।

যে তুমি সে তুমি প্রভু, জানিতে নারিনু কভু,
বিধি হরি হরি নাহি জানে।
নাম লয় যেই, আপদ এড়ায় সেই,
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে॥

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী লক্ষণ।

আদি পদে দুই পদ হয়, বর্ণ দশ দশ মাত্র তায়।
মধ্যম চরণ দ্বয়, অষ্ট অষ্ট বর্ণ হয়,
অন্ত্য পদে দশ বর্ণ রয়॥

---

* এই লক্ষণে বর্ণ স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে ইহা সমুদয় ব্যক্ত আছে অর্থাৎ আদ্য পদদ্বয় দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ ভাগ। অন্তিম পদত্রয় অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী।

উদাহরণ।

হায় হায় কি কব বিধিরে, সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে।
শিরোমণি মস্তকের, মণি হার হৃদয়ের,
দিয়ে লয় সুখের নিধিরে॥

লঘু ত্রিপদী।

বর্ণ ছয় ছয়, দুই অঙ্গে হয়,
শেষে অষ্ট রয় যদি।
ইহারে সকলে, লঘু নামে বলে,
অথবা খর্ব্ব ত্রিপদী॥

২ ২ ২
৪ ২
৩ ৩
} আদ্য পদ দ্বয়।

২ ২ ২ ২
৪ ৪
৩ ৩ ২
৩ ২ ৩
} অন্তিম পদ।

উদাহরণ ॥

হিম গিরি পতি, ভাগ্যবান অতি,
মেনকা তাঁহার জায়া।
পূর্ব্ব তপবরে, তাঁহার উদরে,
জনমিলা মহামায়া ॥

হ্রস্ব ভঙ্গ ত্রিপদী।

প্রথম চরণ দ্বয়, বর্ণ অষ্ট অষ্ট হয়।
মধ্য পদ দ্বয়, বর্ণ ছয় ছয়,
অন্ত্য পদে অষ্ট রয় ॥
ত্রিপদী দীর্ঘের ন্যায়, দুই পদ দেখা যায়।
অন্ত্য পদ তার, হয় ব্যবহার,
হ্রস্ব ত্রিপদীর প্রায় ॥

উদাহরণ ॥

অন্তর্যামি হৃষীকেশ, দেখিয়ে শিবের বেশ।
হাসিয়ে ইঙ্গিতে, নয়ন ভঙ্গিতে,
মায়া প্রকাশিলা শেষ ॥

লঘু চতুষ্পদী।

বর্ণ ছয় ছয়, তিন পদে হয়, পঞ্চ বর্ণ রয়,
শেষেতে যদি।
শুনিতে সুন্দর, অতিমনোহর, লঘু নামধর,
এচতুষ্পদী ॥

৩ ২ }
২ ৩ } শেষ পদ।

উদাহরণ।

তারে ভজমন, করেন যে জন, সতত সুজন,
পালন লয়।
ত্রিলোক তারণ, ত্রিলোক ধারণ, অনাদি নিধন,
করুণাময় ॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

বর্ণমালা অষ্ট অষ্ট, তিনপদে হয় দৃষ্ট, †
শেষে থাকে সপ্ত স্পষ্ট, ক্রমে ক্রমেতে যদি।

---

* ইহার প্রথম পদত্রয় লঘুত্রিপদীর প্রথম পদত্রয়ের তুল্য।
† ইহার প্রথম পদত্রয় দীর্ঘত্রিপদীর প্রথম পদত্রয়ের তুল্য।

অন্তে অন্তে মিল আর, থাকে যদি সবাকার,
তবে দিবে নাম তার, এই দীর্ঘ ত্রিপদী ॥

২ ২ ৩
৪ ৩ } শেষ চরণ।

উদাহরণ ॥

তুমি দীনদয়াময়, আমি দীন অতিশয়,
তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়ে কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ, পদে পদে মোর দোষ,
জানি কেন কর রোষ, পামর উপর হে ॥

মালঝাঁপ লক্ষণ।

চারি চারি, বর্ণ সারি, তিন বারি, রয়।
কহি শেষ, অবশেষ, দুই শেষ, হয় ॥
সারি সারি, মিল ধারি, বর্ণ চারি, পাবে।
সর্ব্ব সুদ্ধ, বর্ণ চৌদ্দ, ইথে লক্ষ, হবে ॥

৪ ৪ ৪ ২
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

উদাহরণ।

কোতোয়াল; যেন কাল, খাঁড়া ঢাল, ঝাঁকে।
ধরি বান, খর শান, হান হান, হাঁকে ॥

তোটক ছন্দঃ।

-- । -- । - - । -- ।
হয় তোটক শুদ্ধ বারো বরণে।
-- । -- । -- । - - ।
দুই হ্রস্ব মতে এক দীর্ঘ ভণে ॥

উদাহরণ।

। । । ।
জয় বেদ বিদাম্বর ভূতপতে।
। । । ।
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্বগতে ॥
। । । ।
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরো।
। । । ।
পরমাত্মপরাৎপর বিশ্বগুরো ॥

ভুজঙ্গ প্রয়াত।

। । । । । । । ।
চতুঃ সপ্ত বর্ণে দশাদ্যে বিহারি।
। । । । । । । ।
ভুজঙ্গ প্রয়াতে হবে হ্রস্ব চারি॥
। । । । । । । ।
ভুজঙ্গ প্রয়াতে করে বার বর্ণ।
। । । । । । । ।
বিশেষে তদন্তে দিয়া দীর্ঘ পূর্ণ॥

উদাহরণ।

। । । । । । । ।
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
। । । । । । । ।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
। । । । । । । ।
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
। । । । । । । ।
ছলচ্ছল্ ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলকল্ তরঙ্গা॥

তূণক ছন্দোলক্ষণ।

। । । । । । । ।
চারি চারি, বর্ণ সারি, সপ্ত শেষ থাকিবে।
। । । । । । । ।
এক দীর্ঘ একহ্রস্ব এই মাত্র জানিবে॥

উদাহরণ।

মধ্য মিলন।

। । । । । । । ।
ভূত নাথ, ভূত সাথ, দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
। । । । । । । ।
যক্ষ রক্ষ, লক্ষ লক্ষ, অট্ট অট্ট হাসিছে॥

---

* ইহা সংস্কৃত অনুযায়িক ছন্দঃ, বাঙ্গলা কার্য্যকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ২ এই ছন্দে মধ্যে২ মিলন করিয়া থাকেন, কিন্তু সংস্কৃত কবিগণ তাহা ব্যবহার করেন না, তদর্থ ইহার লক্ষণেই দুই প্রকার উদাহরণ প্রদর্শিত হইল এবং দুই প্রকার উদাহরণ ও প্রদর্শন করা গেল।

অমিলন।

। । । । । । । । ।
তং নমামি নন্দসূনুমীশমিষ্টকারণং।
। । । । । । । । । ।
আদিভূতকারণঞ্চ কালভীতিবারণং॥

ইতি গদ্য পদ্য রচনা প্রকরণ সমাপ্ত †

অথ রস।

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
যে স্থানে যেমন রস তেমনি শব্দ দিবে।
এমতে উৎকৃষ্ট তবে রচনা হইবে॥

শৃঙ্গার রস।

শৃঙ্গার বা প্রেম রস আদি নামে খ্যাত।
প্রেমিকের গুণ গান এরসে নিশ্চিত॥

† সর্ব্বত্র প্রচারিত যে কতিপয় ছন্দঃ তাহাই ধৃত করা গেল; এইক্ষণে অনেকে অনেক প্রকার নূতনং ছন্দঃ রচনা করিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিতেছেন; প্রত্যুতঃ সে সকল ছন্দের বিরলত্ব ভাব প্রযুক্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পক্ষে বাহুল্য বিবেচনা করিয়া উল্লেখ করাগেল না।

এই রসে 'নায়ক' 'নায়িকা' আলম্বন।
বৈদগ্ধ রহস্য আদি হয় প্রয়োজন ॥
শৃঙ্গার রসের শ্রেষ্ঠ আদি সবাকার।
সতা যদি পতি লয়ে কারে গো বিহার ॥

উদাহরণ।

পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥

বীভৎস রস।

ঘৃণা স্থায়ি হইলে বীভৎস নাম তার।
নীল বর্ণ মহাকাল দেবতা ইহার ॥

উদাহরণ।

পিশাচ আইল আর পিশাচী শ্মশানে।
হি হি শব্দে শব দেখি হাস্য করে মনে ॥
গলিত দুর্গন্ধ মাংস ছিঁড়ি ছিঁড়ি লয়।
এদেয় উহার মুখে ওর পানে চায় ॥
যত নাড়িভড়ি লয়ে করে মেকামেকি।
চাটিতে লাগিল জিহ্বা করি লিকিলিকি ॥

হাস্যরস।

কুৎসিত কদর্য্য মূর্ত্তি কিম্বা বিবরণ।
হাস্যরসে সর্ব্বদাই হয় দরশন ॥
কুৎসিতা কামিনী কিম্বা মন্দরূপ জন।
আরো কত এই রসে হয় আলম্বন ॥

উদাহরণ।

কুম্ভকর্ণ মহাবীর আসিয়া সমর।
ধরিয়ে করয়ে গ্রাস অসংখ্য বানর ॥
উদরের মধ্যে গিয়ে যত কপিগণ।
পাইয়া অপূর্ব্ব ছায়া আনন্দিত মন ॥
কেহ বলে সমরে মরিলে মহাবীর।
নাসা কর্ণ দিয়ে পরে হইব বাহির ॥
কেহ বলে বহু কাল উদরে থাকিলে।
জীর্ণ হবে রাক্ষসের জঠর অনলে ॥
লম্প ঝম্প করে কপি কিটি মিটি রব।
নাসা কর্ণ কুহরে বাহির হয় সব ॥

রৌদ্ররস ।

ক্রোধ যার স্থায়ি ভাব তাঁরে রৌদ্র কয় ।
বিপক্ষ পক্ষেরা ইথে আলম্বন হয় ॥
বিপক্ষের বিপক্ষতা হয় উদ্দীপন ।
তর্জ্জন গর্জ্জন আদি অনুভাবগণ ॥

উদাহরণ ।

দক্ষ যজ্ঞে সতী তেজিলেন কলেবর ।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাটে শঙ্কর ॥
ললাটে ত্রিবলী হৈল দন্ত কট মট ।
অগ্নি কুণ্ডে ছিড়িয়ে ফেলিল এক জট ॥
তাহাতে জন্মিল বীরভদ্র ক্রোধময় ।
সেযজ্ঞ বিনাশে শীঘ্র গিয়ে দক্ষালয় ॥

বীররস ।

বীররসে উৎসাহ থাকিবে অনুক্ষণ ।
বীরের বীরত্ব সদা হয় প্রয়োজন ॥
দম্ভ কড়মড়ি আর বাহুর ঝঙ্কার ।
বীরের বীরত্ব তবে এমতে প্রচার ॥

যুদ্ধেতে উৎসাহ হলে যুদ্ধ বীর নাম।
দানে দাতা ব্যক্তি যত সাধে মনস্কাম॥
দয়াতে উৎসাহ হয় কহি দয়া বীর।
ধর্ম্মে রত ধর্ম্ম বীর এই নাম স্থির॥

উদাহরণ।

মার মার বলে ডাকে হনুমান বীর।
লম্ফে বসুমতী কাঁপে প্রকাণ্ড শরীর॥
উপড়িয়ে আনে হনু পর্ব্বতের চুড়া।
সংগ্রামে প্রবেশি নিশাচর করে গুঁড়া॥

ভয়ানক রস।

ভয় স্থায়ি ভয়ানক রসে নিরূপণ।
ব্যাঘ্রাদি করাল জন্তু ইথে আলম্বন॥
উদ্দীপন ব্যাঘ্রাদির তর্জ্জন গর্জ্জন।
ভ্রম শঙ্কা আদি তার উৎপত্তি কারণ॥

উদাহরণ।

দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুন হয়ে বহে উন পঞ্চাশ পবন॥

ঝঞ্ঝমার ঝঞ্ঝনী, বিদ্যুত চকমকী।
হড়মড়ী মেঘের, ভেকের মকমকী ॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের, জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ, জলের তরতরী ॥
থরথরী স্থাবর, বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুটঘুট আন্ধার, শিলার তড়তড়ী ॥

করুণা রস।

সম্পদ হইতে যিনি বিপদে পতিত।
অতিশয় শোক তার উপজে নিশ্চিত ॥
দর্শকগণেরা ইহা করি দরশন।
হৃদে এক ভাব উঠে অপূর্ব্ব লক্ষণ ॥
সেই ভাব করুণা নামেতে নিরূপণ।
আলম্বন হয় ইথে পুত্রাদি নিধন ॥

---

* করুণা রস হইতে কেহং বাৎসল্যরস পৃথক বলিয়া গণ্য করেন প্রত্যুতঃ ইহাদের মধ্যে এমত নৈকট্য সম্বন্ধ আছে যে পৃথকং লক্ষণ না দিয়া একের লক্ষণ ও অন্যের উদাহরণ প্রদর্শন করান গেল।

উদাহরণ।

কৃষ্ণেরে লইয়া কোলে যশমতী বলে।
মথুরা যাইতে চাও নাজানি কিছলে॥
কালিন্দীর জলে ডুবেছিলে একবার।
তোমা বিনে হয়েছিল ব্রজ অন্ধকার॥
আরবার জননীকে ফেলিবে বিপদে।
মথুরা যাইবে শুনে প্রাণ মোর কাঁদে॥

অদ্ভুত রস।

অসম্ভব্য বস্ত্বাদির হইলে বর্ণন।
অদ্ভুত বলিবে রস শাস্ত্রের বচন॥

উদাহরণ।

আইল মহিষাসুর দেবীর গোচরে।
নিশ্বাসে পর্ব্বত উড়ে যায় অতি দূরে॥
খুরে মাটি উড়াইয়া কৈল অন্ধকার।
খড়্গাঘাত করে দেবী উপরে তাহার॥
মহিষ কাটিলা যদি দেবী কাত্যায়নী।
মহাসুর মহাগজ হইল তখনি॥

শান্তি রস।

সেই শান্তি রস, শান্ত সম স্থায়ি যার।
তত্ত্বজ্ঞানি শনকাদি আশ্রয় ইহার ॥
আলম্বন বিবেক বৈরাগ্য আদিচয়।
উদ্দীপন বৈষয়িক ক্লেশ সমুদয় ॥
অনুভাব ইথে হয় নিন্দা তিরস্কার।
মতি ধৃতি আদি যত সঞ্চারিণী তার ॥

উদাহরণ।

কেন মন শান্তি রস পীযূষ সমান।
তেজিয়ে বিষয় বিষ করিতেছ পান ॥
কিসের অভাব তব হলে উদাসীন।
থাকিবে গিরি গুহায়, পরিবে কৌপীন ॥
নিবৃত্তি রমণী লয়ে করিবে বিহার।
বিবেক নামেতে পুত্র হইবে তোমার ॥
পুত্রবধু হইবে উপনিষদ্ সুন্দরী।
শ্রদ্ধা ভক্তি হইবে তাহার সহচরী ॥
দেখিবে পৌত্রের মুখ প্রবোধ জন্মিলে।
নিতান্ত তোমার বশে থাকিবে সকলে

কাদি কুপুত্র যাবে থাকিবে সবশে।
ঐহিকে পরম সুখ মুক্ত হবে শেষে ॥

অলঙ্কার।

উপমা।

সমান প্রকৃতি যদি হয় বস্তু দ্বয়।
উপমার যোগ্য সেই নাহিক সংশয় ॥
কামিনী মুখের তুলা হয় শশধর।
পক্কবিম্ব ফলের তুলনা ওষ্ঠাধর ॥
যশের তুলনা শুক্ল অযশের তম।
নিচগা জলের শ্রুত যৌবনের সম ॥
[ইত্যাদি।

উদাহরণ।

বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥
কেবলে শরদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ি তার আছে কত গুলা ॥

কি ছার মিহির.কাম ধনুরাগে ধুলি ।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে ॥
কাড়ি নিল.মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে ।
কাঁদেরে কলঙ্কীচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া ॥

অলঙ্কার ।

চিত্রকাব্য ।

চরণের আদ্যে মধ্যে অন্তে যেই.স্থানে ।
মনোমত অক্ষর থাকয়ে সুবিধানে ॥
সেই সব বর্ণ যোগে যদি অর্থ হয় ।
চিত্রকাব্য বলি তারে অলঙ্কারে কয় ॥
চিত্রকাব্য দেখি হয় সর্ব্বমত ছন্দে ।
উপমা আছয়ে যত কাব্যের প্রবন্ধে ॥

উদাহরণ ।

গৌ—তমাদি মুনি মান্ধাতাদি রাজগণ ।
রী—তি ক্রমে গিয়াছেন শমন সদন ॥

ভা—ন মন্দ বিবেচনা বি—ীন শমন।
নি—তান্ত সকল জনে করিবে দমন ॥
বা—ক্য যাবে স্থির হবে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ।
সি—ন্ধু সম ক্লেশনীরে ভাসিবে তখন ॥
ন—য়ন মুদিলে কোথা রবে ধন জন।
ন—ত হয়ে দেহ তাই ধর্ম্মপথে মন ॥
দ—মন করহ রিপু পরিবারগণ।
কু—বুদ্ধি তেজিয়ে কর জ্ঞান উপার্জ্জন ॥
মা—য়াজাল কি জঞ্জাল তেজি সর্ব্বক্ষণ।
র—ত হয়ে ভাব সদা ব্রহ্মসনাতন ॥
রা—গ পঞ্চ সহকারে ভজহ সে জনে।
য—দি নিত্য সুখের বাসনা থাকে মনে ॥
কৃ—তান্ত তেমোরে তবে কি করিবে আর
ত—বে হবে ভবার্ণবে সহজে নিস্তার ॥

সম্পূর্ণ।